Øv`k Aa¨vq

gvbem¤ú` Dbqb

[বর্তমান বিশ্বায়নের পটভূমিকায় মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব নতুন মাত্রা লাভ করেছে। A_©bwZK ce©×i cvkvcwk gvbem¤ú` Dbqb I তাই Acwinvh© G Kvi‡YB 1995 mv‡j †Kv‡cb†nvg‡b Abwôz mvgwRK Dbqb welqK wek m‡¤§jb Gi †NvlYv †gvZv‡eK evsjv‡`k miKvi kZKiv 20 fv‡Mi AwaK nv‡i A_© mvgwRK Lv‡Z e¨q K‡i Avm‡Q| GKB m‡½ gvbe m¤ú` Dbq‡bi mv‡_ m¤ú³ LvZmgn যেমন-wk¶v I chw³; ¯v¯¨ I cwievi Kj¨vY; bvix I wki¨; mgvR Kj¨vY; he I µxov Dbqb; ms¯wZ এবং kg I Kgms¯vb এর †¶‡Î DbqbgjK Kvhµg MnY I evsevqb Kiv n‡"Q| gva¨wgK, D"P gva¨wgK, কারিগরি I D"P wk¶vi mKj ¶‡i fwZi m‡hvM mwó I wk¶vi ¸YMZ gvb Dbq‡bi gva¨‡g `¶ I †hvM¨ gvbe m¤ú` mwói j‡¶¨ RvZxq wk¶vbwZ 2010 cYqbmn eûwea KgmwP MnY Kiv n‡q‡Q| miKvwi cv_©gK we`¨vj‡q kZKiv 60 fvM gwnjv wk¶K wb‡qv‡Mi wewa ceZ‡bi d‡j gwnjv wk¶‡Ki nvi 1991 m‡bi 21 kZvsk †_‡K eZgv‡b 58.4 kZvsk DbxZ n‡q‡Q| 2014 mv‡ji g‡a¨ wbi¶iZv `ixKiY wbwðZ Kivi j‡¶¨ we`¨vj‡q fwZ, cvK-cv_©gK wk¶v, DcwË I QvÎ-wk¶K ms‡hvM N›Uv e©×i cwZ we‡kl ¸i"Z †`qv n‡q‡Q| wk¶v †¶‡Î cv_©gK I gva¨wgK wk¶vi ¶‡i †RÛvi ˆelg¨ we‡jvc K‡i †Q‡j I †g‡q wk¶v_©xi g‡a¨ msL¨vmvg¨ AR‡b `¶Y Gwkqvi g‡a¨ kvjsKvi c‡iB evsjv‡`k m¶g n‡q‡Q hv ¯‡ívbZ †`kmg‡ni g‡a¨ GK weij ARb| সহস্রাব্দের Dbqb j¶¨gvÎvi Av‡jv‡K miKvi ¯v¯¨, cwó I RbmsL¨v LvZ‡K AMwaKvi c`vb Kivq †`‡ki ¯v¯¨Lv‡Z D‡jL¨‡hvM¨ AMMwZ mwaZ n‡q‡Q| cRbb nvi I gZ¨ nvi K‡g‡Q| Mo Avq e©×mn beRvZ wki¨ I gvZ-gZ¨ nv‡m D‡jL‡hvM¨ AMMwZ n‡q‡Q| অপুষ্টির হারও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ¯v¯¨ †mevq AwRZ mvdj¨ Ae¨vnZ †i‡L G Lv‡Zi AvilDbq‡bi Rb¨ 2011-16 †gqv‡`mgwšZ ¯v¯¨, RbmsL¨v I cwó Dnqb †m±i (HPNSDP) কর্মসূচি evsevqcbর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। bvix‡`i wkw¶Z I `¶ gvbe m¤ú` wn‡m‡e M‡o †Zvjv ও RvZxq Dbqb KgKvÛ ev¯evq‡b bvixi mwµq AskMnY Ges bvixi ivR‰bwZK,mvgwRK, ckvmwbK I A_©bwZK ¶gZvqb wbwðZ Kivi লক্ষ্যে সম্প্রতি †NwlZ হয়েছে জাতীয় bvix Dbqb bwZ-2011| এছাড়া wki¨ ¯v_© I AwaKvi i¶v Ges wki¨ Kj¨v‡Yi j‡¶¨ 2011 mv‡j MnxZ n‡q‡Q RvZxq wki¨ bwZgvjv,2011।]

প্রশিক্ষিত, দক্ষ ও সুশিক্ষিত মানবসম্পদ অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। দক্ষ মানবসম্পদ ব্যতীত গতিশীল ও টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। বর্তমান বিশ্বায়নের পটভূমিকায় মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব তাই নতুন মাত্রা লাভ করেছে। এ কারণে জাতিসংঘ ঘোষিত মিলেনিয়াম ডেভলপমেন্ট গোলস (এমডিজি) মানব কল্যাণ এবং দারিদ্র বিমোচনকে বৈশ্বিক উন্নয়ন এজেন্ডার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান করে দিয়েছে। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী প্রশিক্ষিত ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠী দেশের জীবনমান উন্নয়নে, দারিদ্র বিমোচনে এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন এজেন্ডার মূল অঙ্গীকার হচ্ছে মানব কল্যাণ। সরকার এ অঙ্গীকার অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মসূচির দ্বারা সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক খাতে বরাদ্দ

দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পরিধি বৃদ্ধি করা হয়েছে। যার ফলে মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য সামাজিক খাতে বিনিয়োগও বৃদ্ধি পেয়েছে। mvgwRK LvZ Drcv`b, Avq Ges Kgms¯v‡bi m‡hvM e©×i gva¨‡g A_©bwZ‡Z AwaKZi মূল্য ms‡hvR‡b h‡_ó Ae`vb iv‡L| এ কারণেই ১৯৯৫ সালে কোপেনহেগেন-এ অনুষ্ঠিত 'সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলন' এর ঘোষণা মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার শতকরা ২০ ভাগের অধিকহারে অর্থ সামাজিক খাতে ব্যয় করে আসছে। বাংলাদেশ সরকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতকে মানবসম্পদ উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে। তাই গত বছর বাজেটে শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। সরকার বাজেটে স্বাস্থ্যখাত উন্নয়নেও পর্যাপ্ত বরাদ্দ রেখে বাস্তবসম্মত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সূচকের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে। ফলে প্রজনন হার হ্রাস, শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার হ্রাস, যক্ষ্মা ও AIDS বিস্তার রোধ, গড় আয়ু বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে।

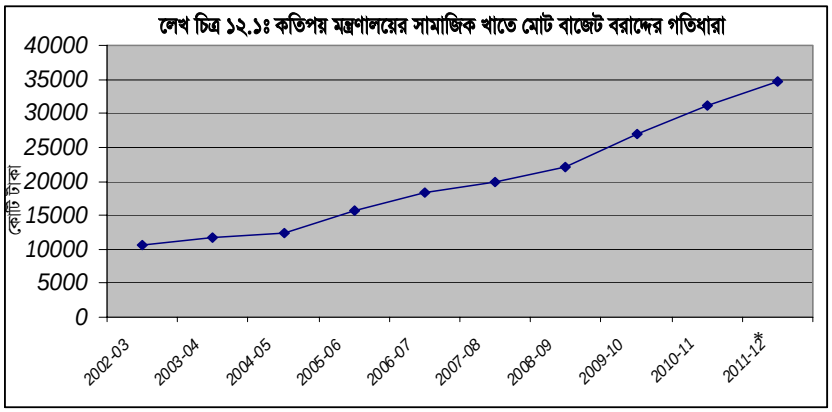

২০০২-০৩ অর্থবছর থেকে ২০১১-১২ অর্থবছর পর্যন্ত সামাজিক খাতে উন্নয়ন এবং অনুন্নয়ন বাজেট-এর সমন্বিত বরাদ্দ ও বরাদ্দের গতিধারা যথাক্রমে লেখচিত্র ১২.১ ও সারণি ১২.১ এ দেখানো হলো। লক্ষ্যণীয় যে, এ খাতে গত এক দশকে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট মিলিয়ে মোট বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে।

* তথ্যসমূহ মূল বাজেটভিত্তিক

mviwY 12.1t KwZcq **মন্ত্রণালয়ের** mvgwRK Lv‡Z ev‡RU eiv‡Ïi (Abbqb **ও উন্নয়ন)** weeiY

(‡KwU UvKvq)

মন্ত্রণালয়	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12*
wk¶v Ges weÁvb Ges Z_¨ I ‡hvMv‡hvM chw³	6736	7063	7381	9373	11057	11654	12535	16171	18575	20316
¯^v¯¨ I cwievi Kj¨vY	2797	3445	3175	4112	4957	5261	6196	6833	7617	8869
he I µxov Ges ms¯wZ	253	257	297	414	335	287	320	530	911	924
kg I কর্মসংস্থান	70	56	90	106	96	119	120	69	67	82
mgvR Kj¨vY, gwnjv I wkï welqK Ges gw³h× welqK	484	713	1152	1353	1468	2028	2396	2812	3499	3967
cveZ¨ PÆMvg welqK	183	163	300	367	416	469	553	465	549	560
‡মাট বরাদ্দ (Abbqb ও উন্নয়ন)	10523	11697	12395	15725	18329	19818	22120	26880	31218	34718

Drmt A_ wefvM, A_ মন্ত্রণালয় I cwiKíbv Kwgkb, cwiKíbv মন্ত্রণালয়। * তথ্যসমূহ মূল বাজেটভিত্তিক

সুখী, সমৃদ্ধ ও সংবেদনশীল বাংলাদেশ গড়তে মানবসম্পদ উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নও মানবসম্পদ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম। অপরদিকে দেশের জনসংখ্যার বৃহদংশই নারী, শিশু ও যুবক। তাদের সমস্যা এবং অসুবিধাসমূহকে সরাসরি চিহ্নিত করে উপযুক্ত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে তাদের যোগ্যতা ও সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়ে ওঠে। এ জন্য মানব সম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতসমূহের (শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ, নারী ও শিশু, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংস্কৃতি এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান) ক্ষেত্রে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষা ও প্রযুক্তি

mwVK wk¶v KvVv‡gv Ges h_vh_ wk¶v c×wZ †`শের Dbq‡bi Pোন্ত j¶¨ অর্জনে সহায়ক। তাই শিক্ষাখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। দিন বদলের ইশতেহার, রূপকল্প ২০২১ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে যুগোপযোগী ও কর্মমূখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পদক্ষেপ হিসেবে ২৪ টি লক্ষ্য নিয়ে ২০০৯-১০ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর মেয়াদে "জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০" ইতোমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে। মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়নে ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলাই এ শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য।

প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা

অর্থ বরাদ্দ

সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের প্রেক্ষাপটে ২০১৫ সালের মধ্যে সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। এ প্রেক্ষাপটে সরকার প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে এ খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দিয়ে আসছে। চলতি অর্থ বছরে (২০১১-১২) প্রাথমিক শিক্ষা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ৮০১৪.৪৯ কোটি টাকা। ২০১১ সালের মধ্যে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী একশত ভাগ ছেলে-মেয়েকে বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণ এবং ২০১৪ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের নিমিত্ত ইতোমধ্যে কতগুলো কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল উপবৃত্তি ৪০ শতাংশ থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উন্নীতকরণ, স্কুল ফিডিং কার্যক্রম, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন এবং দেশের সকল উপজেলাসমূহকে মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসা। সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, উপবৃত্তি ও ছাত্র-শিক্ষক সংযোগ ঘন্টা বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে সরকার যুগান্তকারী কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করেছে উপবৃত্তি প্রকল্প, তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩), রিচিং আউট-অব-স্কুল চিলড্রেন প্রকল্প, `wi`cwoZ GjvKvq ¯‹j wdWs KgmwP, শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-২।

বাংলাদেশে ১৯৯১ সালে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪৯,৫৩৯টি। এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৮২,৯৮১টি (মাদ্রাসাসহ)। প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা ও হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১ সালে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির অনুপাত ছিল ৫৫ঃ৪৫। বর্তমানে তা প্রায় ৪৯.৫ঃ ৫০.৫-এ উন্নীত হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতকরা ৬০ ভাগ পদ মহিলাদের নিয়োগের বিধান প্রবর্তনের ফলে মহিলা শিক্ষকের হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। মহিলা শিক্ষকের সংখ্যা ১৯৯১ সালে ২১.০৯ শতাংশ থেকে বর্তমানে প্রায় ৫৮.৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। MZ wZb eQ‡i gwnjv wk¶K wb‡qv‡Mi nvi cvq 74 শতাংশ। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান, ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধি, শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা জোরদার করা হয়েছে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ২০০০ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ভর্তি এবং ছাত্র-ছাত্রীর হার নিম্নের সারণিতে দেখানো হলো ঃ

সারণি ১২.২ঃ প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি (২০০০-২০১০)

(লক্ষে)

বছর	মোট	ছাত্র (%)	ছাত্রী (%)
২০০০	১৭৬.৬৮	৯০.৩৩ (৫১.১)	৮৬.৬৯ (৪৮.৯)
২০০১	১৭৬.৫৯	৮৯.৯০ (৫১.০)	৮৬.৬৯ (৪৮.০)
২০০২	১৭৫.৬২	৮৮.৪২ (৫০.৩)	৮৭.২০ (৪৯.৭)
২০০৩	১৮৪.৩১	৯৩.৫৯ (৫০.৮)	৯০.৭২ (৪৯.২)
২০০৪	১৭৯.৫৩	৯০.৪৭ (৫০.৪)	৮৯.০৬ (৪৯.৬)
২০০৫	১৬২.২৫	৮০.৯১ (৪৯.৮৭)	৮১.৩৪ (৫০.১৩)
২০০৬	১৬৩.৮৬	৮১.২৯ (৪৯.৬২)	৮২.৫৬ (৫০.৩৮)
২০০৭	১৬৩.১৩	৮০.৩৫ (৪৯.২৬)	৮২.৭৮ (৫০.৭৪)
২০০৮	১৬৭.৪৯	৮৩.২৫ (৪৯.৭০)	৮৪.২৪ (৫০.৩০)
২০০৯	১৬৫.৩৯	৮২.৪১ (৪৯.৮৩)	৮২.৯৮ (৫০.১৭)
২০১০	169.58	83.95 (49.50)	85.63 (50.50)

উৎসঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

গৃহীত/গৃহীতব্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- cv_wgK we`¨vj‡qi cvVmwP‡Z gw³h‡×i mwVK BwZnvm Aš—f³করণসহ cvVµg h‡Mvc‡hvMxKi‡Yi KvR nv‡Z †bqv n‡q‡Q|
- cv_wgK wk¶vi ¸YMZgvb Dbq‡bi j‡¶¨ তৃZxq cv_wgK wk¶v Dbqb KgmwP (পিইডিপি-৩) ev¯ewqZ n‡"Q| G KgmwPi AvIZvq wewfb Kvhµ‡gi gva¨‡g we`¨vj‡q Mg‡bvc‡hvMx QvÎQvÎx‡`i fwZ I Dcw¯wZi nvi ew×, fwZKZ QvÎQvÎx‡`i S‡i cov †iva Ges সংযোগ ঘন্টা (contact hour) ew×র wel‡q AMwaKvi c`vb Kiv n‡q‡Q|
- we`¨gvb bxwZgvjv Abhvqx cv_wgK wk¶K wb‡qv‡Mi †¶‡Î gwnjv I ci"l wk¶‡Ki AbcvZ 60:40 AbmiY Kiv nq| eZgv‡b gwnjv I ci"l wk¶‡Ki AbcvZ n‡jv 58.৪ঃ ৪১.6|
- প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করার পদক্ষেপ MnY করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে স্কুল লেভেল ইমc"ভমেন্ট প্ল্যান (SLIP) ও উপজেলা এডুকেশন প্ল্যান (UPEP) পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা n‡"Q।
- দেশের ৩৩ লক্ষ নব্য-স্বাক্ষরের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে তাঁদের ক্রমান্বয়ে স্থানীয় বাজার চাহিদাভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের আয় উৎসাহী প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।
- QqwU wefvMxq kn‡ii 10-14 eQi eqmx 1.66 j¶ KgRxex wkï‡K †মৌলিক wk¶v c`vbmn RxebwfwËK e¨enwiK wk¶v c`vb Kiv n‡"Q|
- cvK-cv_wgK †kYx‡Z AwZwi³ wk¶K wb‡qv‡Mi বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- wWwRUvj evsjv‡`k Movi j‡¶¨i mv‡_ m½wZ †i‡L cv_wgK wk¶v e¨e¯vcbvq gvV chv‡q 1109 wU Awd‡m B›Uvi‡bU ms‡hvMmn Kw¤úDUvi mieivn Kiv n‡q‡Q Ges gvV chv‡qi mKল Awdm VPN/WAN Gi gva¨‡g †K›`xq Awd‡mi mv‡_ msh³ Kiv n‡q‡Q|
- নির্দিষ্ট লক্ষ্য অনুযায়ী নিয়োগ প্রদান, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- cwZeQi সারাদেশে পঞ্চম শ্রেণীর মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত n‡"Q। ২০০৯ mvj n‡Z mviv †`‡k Awfb ckc‡Îi gva¨‡g cÂg †kYx‡Z cv_wgK wk¶v mgvcbx cix¶v এবং ২০১০ সাল হতে এবতেদায়ী মাদ্রাসায় সমাপনী পরীক্ষা AbwôZ n‡"Q|
- তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩) ২০১১-১২ A_ eQi n‡Z ev¯ewqb ïi" n‡য়ছে| G QvovI we`¨vjq chv‡q Bs‡iRx wk¶vi gvb Dbq‡bi j‡¶¨ Bswjk Bb GKkb cKí বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে|
- উপবৃত্তি ৪০ শতাংশ হতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করাসহ সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৪৮ লক্ষ থেকে ৭৮ লক্ষে উন্নীত করা হয়েছে। স্কুল ফিডিং কার্যক্রম, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন, চর, হাওর-বাওর এলাকায় শিখনকেন্দ্র স্থাপন এবং দেশের সকল উপজেলাকে মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনয়ন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

অবকাঠামোগত সুবিধাদি

অবকাঠামোগত উন্নয়ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের পরিবেশ উন্নয়নের পূর্বশর্ত। ২০১১-১২ অর্থবছরে ৬৬৮টি সরকারি Ges 97 wU †iwR÷vW প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে, ৩৩৭ টি সরকারি ও ১৯২ টি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণের কাজ চলছে এবং ৪৩৫ টি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কক্ষ সম্প্রসারণ Kiv n‡q‡Q| GQvov ৮৩০ wU বিদ্যালয় m¤cmvi‡Yi KvR

Pj‡Q| wcwUAvB wenxb wbewPZ 12wU †Rjv m`‡i wcwUAvB ¯vcb Kvhµg Pjgvb Av‡Q| we`¨vjq wenxb GjvKvq 1500wU cv_wgK we`¨vjq ¯vc‡bi কাজ cwµqvaxb i‡q‡Q|

সমাপনী পরীক্ষা ও বৃত্তি প্রদান

অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে ২০০৯ mvj n‡Z সারা দেশে পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত n‡"Q । 2010 mv‡j Ge‡Z`vqx gv`vmv mgvcbx cix¶vi AvIZvq Avbv n‡q‡Q| 2011 mv‡ji ৫ম শ্রেণীর mgvcbx cix¶vq AeZxY †gvU QvÎ-QvÎxi msL¨v cvq 21.85 j¶ Ges cv‡ki nvi 97.26 শতাংশ| Ge‡Z`vqx gv`vmv n‡Z mgvcbx cix¶vq AeZxY †gvU QvÎ-QvÎxi msL¨v cvq 2.72 j¶ Ges cv‡ki nvi 91.28 শতাংশ| সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রায় ২২ হাজার শিক্ষার্থীকে ট্যালেন্টপুল এবং প্রায় ৩৩ হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে সাধারণ বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও দেশের শ্রমজীবী শিশুদের জন্য শহর, নগরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। শ্রমজীবী মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া অব্যাহত রাখার জন্য শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে বিশেষ বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। বৃত্তিপ্রাপ্তদেরকে এস এস সি পরীক্ষা পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরে ৪০০ টাকা এবং মাধ্যমিক স্তরে ৬০০ টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

ms‡hvM N›Uv ew×

ইতঃপূর্বে ১ম ও ২য় শ্রেণীর জন্য বাৎসরিক সংযোগ সময় ৫৯৫ ঘন্টা এবং ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণীর জন্য ৮৩৩ ঘন্টা ছিল। কিন্তু ইতোমধ্যে প্রায় ৪ হাজার দুই শিফটের বিদ্যালয়কে এক শিফটে রূপান্তরিত করার ফলে ১ম-২য় শ্রেণী এবং ৩য় ও ৫ম শ্রেণীর বেলায় ঐ সংযোগ ঘন্টা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৮৯৩ ঘন্টা এবং ১৪৮৮ ঘন্টা।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তি

দরিদ্র পরিবারের পিতামাতাগণ তাঁদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে উপার্জনের জন্য বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করেন অথবা পিতামাতার পেশায় সহযোগী হিসাবে নিয়োজিত রাখেন। এর ফলে বহু শিশু প্রাথমিক শিক্ষার পাঁচ বছর মেয়াদি চক্র শেষ না করেই বিদ্যালয় ত্যাগ করে। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে ৩৯০০.২৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে 'প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি' শীর্ষক একটি প্রকল্পের ২য় পর্যায় (২০০৮-১৩) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রায় ৪৮.১৬ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে প্রকল্পের নীতিমালার আওতায় দরিদ্র পরিবারের এক সন্তান বিদ্যালয়ে প্রেরণের জন্য মাসিক ১০০ টাকা এবং একাধিক সন্তানের জন্য মাসিক ১২৫ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। m¤cwZ DcewË cwßi AvIZv 40 শতাংশ n‡Z Pvwn`wfwËK ew× Kivq mweav‡fvMxর সংখ্যা 78.17 j‡¶ DbxZ n‡q‡Q|

বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ

প্রতিবছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ অব্যাহত রয়েছে। বছরের শুরুতেই যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে সে লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে। বিগত বছরে ৫০ শতাংশ নতুন এবং ৫০ শতাংশ পুরনো বই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দেয়া হয়েছে। ২০১০ সাল হতে সকল শ্রেণীতে ১০০ শতাংশ নতুন বই প্রদান করা হচ্ছে। ২০১১ সালে ৯ কোটি ৯ লক্ষ Ges 2012 mv‡j 8 †KwU 3 j¶ পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে| আগামীতে ১০০ ভাগ নতুন বই বিতরণ অব্যাহত থাকবে।

শিক্ষক নিয়োগ

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্যপদে I móc‡` শিক্ষক নিয়োগের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্যপদে ৬০ শতাংশ শিক্ষিকা নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার আনুপাতিক হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-২ এর আওতায় 45 nvRvi সহকারী শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। eZgv‡b ivR¯Lv‡Z 5414 Rb mnKvix wk¶K c‡`

gw³‡hv×v/knx` gw³‡hv×vi mšvb‡`i wb‡qvM c`vb Kiv n‡q‡Q| G Qvovl সরকারি cv_wgK we`¨vj‡q 1826 Rb cavb wk¶K, 10,645 Rb mnKvix wk¶K wb‡qvM Pjgvb Av‡Q Ges †iwR÷vW †eসরকারি cv_wgK we`¨vj‡q Avil cvq 9,261 Rb mnKvix wk¶K wb‡qvM cvq †kl chv‡q রয়েছে|

স্কুল বহির্ভূত ও কর্মজীবী শিশুদের জন্য কার্যক্রম

'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দেশের সুবিধাবঞ্চিত, স্কুল বহির্ভূত, ঝরে পড়া এবং শহরের কর্মজীবী দরিদ্র শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে সরকার বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে । **রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রকল্প** এবং **শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)** তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। দেশের নির্বাচিত ৮৯টি উপজেলায় ৬৮৪.৩২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে **'রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন'** প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ৭.৫ লক্ষ শিশু ২০০৪ হতে ২০১৩ সাল পর্যন্ত শিক্ষার সুযোগ পাবে। ইতোমধ্যে নির্বাচিত ৯০টি উপজেলায় প্রায় ২২.৫ হাজার শিখনকেন্দ্র খোলা হয়েছে, যাতে প্রায় ৭.৫ লক্ষ ছাত্রছাত্রী শিক্ষার সুযোগ পাবে। দেশের ৬টি বিভাগীয় শহরের কর্মজীবী শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের উন্নততর জীবন অনুসন্ধানে শিক্ষা, নিরাপত্তা ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য ইউনিসেফ এর সহায়তায় 273.85 †KwU টাকা ব্যয়ে **শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)** বাস্তবায়িত হচ্ছে । chvqµ‡g 4wU av‡c মোট ৬৬৪৬ শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে ১.৬৬ লক্ষ শিক্ষার্থীকে মৌলিক শিক্ষা প্রদান কার্যক্রম চলছে| G Qvovl GK nvRvi wk¶v_x‡K জীবনমুখী `¶Zv cwk¶Y c`vb Kiv n‡"Q|

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা

দেশের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের চাপ কমানোর লক্ষ্যে ৮০টি সরকারি বালক-বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ডাবল শিফট চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত দরিদ্র, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করার লক্ষ্যে **প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন,২০১১** পাশ হয়েছে। এ ফান্ডের আওতায় ষষ্ঠ হতে স্নাতক ও সমমান শ্রেণী পর্যন্ত দরিদ্র, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা বেতনে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি ও উপবৃত্তি প্রদান করা হবে। এ জন্য সীডমানি হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নের জন্য সমগ্র দেশের স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন ভবন নির্মিত হচ্ছে এবং বিদ্যমান ভবনসমূহের সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। শহর ও গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার মফস্বলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়নে গুরুত্ব প্রদান করেছে। ঢাকা মহানগরীর যে সকল এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব রয়েছে সে সকল এলাকায় ৬টি কলেজ ও ১১টি স্কুল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে । শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৈদেশিক সহায়তায় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। এ সকল প্রকল্পের আওতায় পাঠক্রম আধুনিকায়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনসহ বিভিন্ন রকমের উন্নয়ন ও সংস্কারধর্মী কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় গৃহীত Secondary Education Quality and Access Enhancement (SEQAEP) প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ, বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও প্রতিষ্ঠানকে কৃতিভিত্তিক প্রণোদনা (Performance-based incentive) প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। Secondary Education Sector Development Project (SESDP) এর আওতায় আইটি বেইজড মডেল স্কুল ও মাদ্রাসা স্থাপন করা হচ্ছে। Teaching Quality Improvement (TQI) in Secondary Education প্রকল্পের আওতায় দূরবর্তী ও পশ্চাৎপদ স্কুলসমূহকে তথ্য প্রযুক্তির সাথে পরিচিত করার লক্ষ্যে আইটি বেইজড মোবাইল ভ্যান চালু করা হয়েছে। এছাড়া ৫৬৮ টি বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ কম্পিউটার বিতরণ করা হয়েছে। নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানানো, পরিবেশ সংরক্ষণ, নারীর ক্ষমতায়ন, তথ্য প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্তিসহ যুগোপযোগী ও কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে পাঠক্রম প্রণীত হচ্ছে।

কারিগরি শিক্ষা

দেশের যুবশক্তিকে উৎপাদনশীল দক্ষ নাগরিকে পরিণত করার লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য দেশে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারের জন্য মাদ্রাসাসহ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভোকেশনাল কোর্স চালুকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অস্বচ্ছল পরিবারের তরুণ-তরুণীদেরকে আত্মকর্মসংস্থান উপযোগী ও দেশী-বিদেশী চাকুরিবাজার চাহিদার সাথে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য যুগোপযোগী ট্রেড কারিগরি শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রতি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপনের প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন আছে । বরিশালে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে । যে সকল জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট নাই এমন ১০টি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং বরিশাল ও সিলেট বিভাগীয় শহরে ২টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। বিদেশ গমনেচ্ছু ডাক্তার, নার্স ও বেকারদের জন্য আরবি, ইংরেজি, কোরিয়ান ও মালয় ভাষায় কথা বলার দক্ষতা প্রদানের নিমিত্ত দেশের ছয়টি বিভাগে ১১টি আধুনিক ভাষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। বয়ন শিল্পে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেক্সটাইল টেকনোলজিকে বাংলাদেশ ইউনির্ভাসিটি অব টেক্সটাইল-এ রূপান্তরের জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা' প্রণয়ন করা হয়েছে।

উচ্চশিক্ষা

D"P wk¶v cmv‡ii Rb¨ BDwbfvwmwU Ae c‡dkbvjm, XvKv, †eMg †iv‡Kqv wekwe`¨vjq, isci Ges cvebv weÁvb I chw³ wekwe`¨vjq ¯vcb Kiv n‡q‡Q| ZvQvov cveZ¨ AÂ‡j wk¶v cmv‡ii j‡¶¨ iv½vgwU‡Z GKwU cvewjK wekwe`¨vjy স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। এ ছাড়া ‡MvcvjM‡Ä e½eÜ weÁvb I chw³ wekwe`¨vjq Ges ewikvj wekwe`¨vjq ¯vcb করা হয়েছে| GQvovI wekKwe iex›`bv_ VvK‡ii bv‡g iex›` wekwe`¨vjq ¯vc‡bi Kvhµg MnY Kiv n‡q‡Q| evsjv‡`k‡K GKwU AvawbK I wWwRUvj evsjv‡`k wn‡m‡e M‡o †Zvjvi j‡¶¨ MvRxci †Rjvq GKwU wWwRUvj wekwe`¨vjq ¯vc‡bi Kvhµg nv‡Z †bqv n‡q‡Q| উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন Higher Education Quality Enhancement শীর্ষক প্রK‡íi AvIZvq D"P wk¶v cwZôv‡bi mRbkxjZvq Drmvn c`v‡bi gva¨‡g M‡elYvi cwi‡ek mR‡bi Rb¨ Academic Innovation Fund c`vb Kiv n‡"Q| একইসঙ্গে evsjv‡`k M‡elYv I wk¶v †bUIqvK (BDREN) Gi gva¨‡g evsjv‡`‡ki wekwe`¨vjq mg‡ni wewfb d¨vKwëi QvÎ I wk¶K‡`i mv‡_ আন্তর্জাতিক A¨vKv‡WwgK KwgDwbwU Ges Z_¨ fvÛv‡ii mv‡_ msh³ Kivi D‡`¨vM †bqv n‡q‡Q| cvewjK wekwe`¨vj‡q wewfb wefv‡M KgiZ 44 Rb Ggwdj/wcGBPwW †d‡jv‡K গবেষণা Kv‡h 4.58 লক্ষ টাকা Aw_K Ab`vb c`vb Kiv n‡q‡Q| wk¶vLv‡Z D"PZi M‡elYv কর্মসূচি evsevq‡bi j‡¶¨ 22 Rb M‡elK‡K M‡elYv mnvqZv c`vb Kiv n‡q‡Q| Av‡iv 26 Rb‡K M‡elYv mnvqZvi A_ প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে| evsjv‡`kx wk¶v_x‡`i ga¨ n‡Z Rvcvb, Pxb, Zi¯‹, iwkqv, ব্রুনাই, gi‡°v Ges Kgbl‡qj_ c`Ë ‡gvU 130wU ˆe‡`wkK ewË c`v‡bi e¨e¯v Kiv n‡q‡Q| D"P wk¶vi Pwn`v ciY, m¤úmviY I mjfKi‡Yi gva¨‡g `¶ Rb‡Mvôx mwói j‡¶¨ gw³‡hv×v‡`i সন্তান Ges cZ¨ন্ত AbbZ AÂ‡ji `wiদ্র A_P †gavex wk¶v_x‡`i fwZi Rb¨ kZKiv 6 fvM Avmb msi¶Y Ges G mKj wk¶v_x‡K wUDkb wd I Ab¨vb¨ wd e¨ZxZ ‡emiKwi wekwe`¨vj‡q Aa¨q‡bi m‡hv‡Mi weavb ivLv n‡q‡Q|

মাদ্রাসা শিক্ষা

gv`vmv wk¶v‡K DbZ I AvawbKvqনের মাধ্যমে gv`vmv wk¶vi mweK Dbq‡b wewfb পদক্ষেপ MnY Kiv n‡q‡Q| gv`vmvi wk¶K I Aa¨‡¶i †eZb I ghv`v ¯‹j/ K‡j‡Ri mv‡_ AZx‡Zi ˆel‡g¨i Aemvb K‡i mg‡eZb I mgghv`v wbwðZ Kiv n‡q‡Q| gv`vmvq AeKvVv‡gv Dbq‡bi Rb¨ 1 nvRvi gv`vmvi bZb feb wbgv‡Yi KvR শুরু n‡q‡Q| Kw¤úDUvi j¨vemn DbZ

feb I wk¶vi e¨e¯v †bqv n‡”Q| এছাড়া 35 wU gv`vmv‡K g‡Wj gv`vmvq DbxZKiণসহ 100 wU gv`vmvq †fv‡Kkbvj wk¶v †Kvm Pvj Kiv n‡q‡Q| 31 wU gv`vmvq wewfb Bmjvgx wel‡q Abvm †Kvm Pvj Kiv n‡q‡Q| মাদ্রাসা wk¶Kদের cwk¶Y Pj‡Q ও wk¶v_x‡`i ewË c`vb Kiv n‡”Q| gv`vmv‡ZI cÂg †kYxi mgvcbx cix¶v Ges Aóg †kYxi ci Rwbqi `wLj mwUwd‡KU cix¶v (¯‡ji b¨vq mggv‡bi) Pvj Kiv n‡q‡Q| এছাড়া, GKwU Bmjvgx GivweK Gwdwj‡qwUs wekwe`¨vjq ¯vc‡bi wm×vন্ত †bqv n‡q‡Q|

শিক্ষায় আইসিটি কার্যক্রম

শিক্ষাক্ষেত্রে আইসিটি কার্যক্রমের ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে অনলাইন প্রযুক্তি ব্যবহার করে এসএসসি, এইচএসসি, দাখিল, আলিম ও সমমানের পরীক্ষা, শিক্ষক নিয়োগ ও নিবন্ধন পরীক্ষার ফলাফল ওয়েবসাইটে প্রকাশ, এসএমএস এর মাধ্যমে এবং ই-মেইলের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের নিকট ৬০ দিনের মধ্যে প্রেরণ করা হচ্ছে। ২০১০ সালে এইচএসসি এবং ২০১১ সালের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল অনলাইনে প্রকাশ করা হয়েছে। ২০১০ সালের শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার ফলাফল এসএমএস এর মাধ্যমে প্রাপ্তির ব্যবস্থাসহ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের রেজিষ্ট্রেশন কার্যক্রম সহজতর করার লক্ষ্যে Electronic Students Information Form(e-SIF) এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যানবেইস কর্তৃক স্থাপিত online data query এর মাধ্যমে criteria ভিত্তিক শিক্ষা-উপাত্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে। ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষ হতে সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের ভর্তি প্রক্রিয়া অন-লাইনের মাধ্যমে শুরু করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে দেশের প্রায় ১৩৭০০টি মাধ্যমিক স্কুল, ৫২০০টি মাদ্রাসা ও ১৬০০টি কলেজে একটি ল্যাপটপ ও একটি মাল্টিমিডিয়া প্রদান এবং ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরীর ওপর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। Secondary Education Sector Development Project (SESDP) এর আওতায় ২০টি বিদ্যালয় এবং ৩৫টি মাদ্রাসায় আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। Teaching Quality Improvement in Secondary Education (TQISEP) এর আওতায় ১৪টি টিটিসি, ৫টি এইচএসটিটিআই এবং ১টি বিএমটিটিআই এ কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। TQISEP প্রকল্পের আওতায় ১৭টি মোবাইল কম্পিউটার ল্যাব এবং ১টি সাইন্স ল্যাব দেশের পশ্চাৎপদ স্কুলগুলোতে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের এ সম্পর্কে ধারণা দিচ্ছে।

নারী শিক্ষা উন্নয়ন

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ করে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সংখ্যাসাম্য অর্জনে শ্রীলংকার পর একমাত্র বাংলাদেশই সক্ষম হয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশের কাতারভুক্ত বাংলাদেশের মতো মাথাপিছু আয় রয়েছে এমন অন্য কোন দেশ এ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। এ সফলতার অন্যতম কারণ হচ্ছে মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি কর্মসূচি। নারী শিক্ষার ব্যপক প্রসার ঘটিয়ে নারীদের ক্ষমতায়ন ও আর্থসামাজিক কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদান, বেতন মওকুফ সুবিধা প্রদান, বই ক্রয়ের জন্য আর্থিক সুবিধা প্রদান ও পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য পরীক্ষার ফি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া, মেধাবী ছাত্রীদেরকে সাধারণ মেধাবৃত্তি এবং বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষাবৃত্তির পরিমাণ ও সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

শিক্ষার মানোন্নয়নে সংস্কারমূলক কর্মসূচি

শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় পাঠক্রম আধুনিকায়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনসহ বিভিন্ন রকমের উন্নয়ন ও সংস্কারধর্মী কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ওপর সরকার বিশেষ গুরুত্বারোপ করছে। সাধারণ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ইংরেজি ও গণিত বিষয় এবং সার্বিক

দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বর্তমানে প্রচলিত মুখস্থনির্ভর, অনির্ভরযোগ্য এবং ফলাফলের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যহীন পাবলিক পরীক্ষার পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অনুধাবন, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন প্রভৃতি দক্ষতা যাচাইয়ের নিমিত্তে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও সৃজনী ক্ষমতা বিকশিত হবে। লক্ষ্যনীয় যে, সরকার কর্তৃক বিবিধ পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বিদ্যালয়ে ঝরে পড়া কমছে, শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি ও পাবলিক পরীক্ষায় শহর ও গ্রামে পাশের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১১ সনের এসএসসি পরীক্ষায় সারাদেশে মোট ১৫,৪৪৯টি স্কুল অংশগ্রহণ করে, এর মধ্যে ১৪৮৮৪টি স্কুল থেকে ৫০ শতাংশ হতে ১০০ শতাংশ শিক্ষার্থী পাশ করেছে। শিক্ষার্থীর গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে School Based Assessment পাইলটভিত্তিতে চালু করা হয়েছে।

অর্থ বরাদ্দ

অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার শিক্ষা খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য ধারাবাহিকভাবে অর্থ বরাদ্দ বাড়ানো হচ্ছে। ২০১১-১২ অর্থ বছরের বাজেটে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে উন্নয়ন খাতে ২১৪৩ কোটি এবং রাজস্ব খাতে ৮৭৩০ কোটি টাকা মিলিয়ে মোট ১০৮৭৩ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উন্নয়ন কার্যক্রম

সকল নাগরিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সরকারের সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা রয়েছে। এ কারণেই সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডের মধ্যে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। m¯v‡¯¨i AwaKvix wkw¶Z Rb‡Mvôx ‡`‡kর Rxebgvb Dbq‡b, `wi` we‡gvP‡b Ges †UKmB A_©bwZK cew× AR‡b গুরুত্বপূর্ণ fwgKv cvjb K‡i| eZgvb miKv‡ii Dbqb G‡RÛvi gj A½xKvi n‡"Q gvbe Kj¨vY| miKvi G A½xKvi Abhvqx wewfb কর্মসূচির Øviv mweavewÂZ I `wi` Rbmvavi‡Yi Rxebgvb Dbq‡bi wbiši cqvm Pvwj‡q hv‡"Q| ফলে এ খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ১৯৬৫ সাল হতে সরকারি পর্যায়ে পরিবারকল্যাণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করার হার সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ের ৭.৩ শতাংশ হতে ৬১ শতাংশ (BDHS-2011) এ উন্নীত হয়েছে। মহিলা প্রতি মোট প্রজনন হার ১৯৭১-৭৫ এ ৬.৩ হতে ২০১১ এ ২.৩ এ নেমে এসেছে (BDHS-2011)। সম্প্রতি Maternal Mortality and Health Care Survey 2011 এর রিপোর্টে দেখা গেছে বাংলাদেশে মাতৃ মৃত্যুহার প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ২০০১ সালে ৩.২ থেকে ২০১১ সালে ১.৯৪- এ নেমে এসেছে। ১৯৯১ সালে কম ওজনের প্রায় ৬৬ শতাংশ শিশু জন্ম গ্রহণ করত যা বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৩.৬ এ (BDHS-2011)। ২০০৪ সালে দক্ষ ধাত্রী দ্বারা প্রসবের হার ছিল ১৬ শতাংশ যা বর্তমানে ৩২ শতাংশ (BDHS-2011)। উল্লিখিত সাফল্য সত্ত্বেও অধিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধকল্পে এবং পরিবেশ-অনুকূল ও টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে International Conference on Population and Development (ICPD), Proverty Reduction Strategy (PRS) এবং Millenium Development Goals (MDG) এর আলোকে জাতীয় জনসংখ্যা নীতির খসড়া প্রণীত হয়েছে। এছাড়া, ইতোমধ্যে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকার প্রত্যেক নাগরিকের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণ ও চিকিৎসা সেবার আধুনিকায়ন ও প্রসারের ক্ষেত্রে বিগত এক দশক যাবৎ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। যার ফলে প্রজনন হার ও মৃত্যু হার হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হার হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। এর ফলে এমডিজি-৪ অর্জনে সন্তোষজনক অগ্রগতির জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক বাংলাদেশ পুরস্কৃত হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে সরকারের উদ্যোগ ও সাফল্যে জাতিসংঘের নারী ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক সাউথ-সাউথ তথ্য প্রযুক্তি স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। সারণি-১২.৩ এ ২০০২ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত স্বাস্থ্য সূচকসমূহের প্রবণতা দেখানো হলোঃ

সারণি ১২.৩ঃ স্বাস্থ্য সূচকসমূহের সাম্প্রতিক প্রবণতা

সূচকসমূহ	বিবেচ্য বিষয়	২০০২	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
স্থূল জন্ম হার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	২০.১	২০.৯	২০.৬	২০.৭	২০.৬	২০.৬	২০.৫	১৯.৪	১৯.২	১৯.২
	শহর	১৬.৬	১৭.৯	১৭.৫	১৭.৮	১৭.৫	১৭.৪	১৭.২	১৬.৮	১৭.১	২০.১
	পল্লী	২১	২১.৭	২০.৭	২১.৭	২০.৭	২২.১	২২.৪	২০.৪	২০.১	১৭.১
স্থূল মৃত্যু হার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৫.১	৫.৯	৫.৮	৫.৭	৫.৬	৬.২	৬.০	৫.৮	৫.৬	৫.৬
	শহর	৩.৮	৪.৭	৪.৪	৪.৯	৪.৪	৫.২	৫.১	৪.৭	৪.৯	৫.৯
	পল্লী	৫.৪	৬.২	৬	৬.১	৬	৬.৬	৬.৫	৬.১	৫.৯	৪.৯
বিবাহের গড় বয়স	পুরুষ	২৫.৬	২৫.২	২৩.৪	২৩.২	২৩.৪	২৩.৬	২৩.৬	২৩.৮	২৩	২৩.৯
	মহিলা	২০.৬	২০.৪	১৮.১	১৮	১৮.১	১৮.৪	১৯.১	১৮.৫	১৮.৭	১৮.৭
ডাক্তার প্রতি জনসংখ্যা		৩৫৯০	৩৫৩২	৩১৩৭	৩২৬১	৩১১০	২৯৯১	২৮৬০	২৮৩২	২৭৮৫*	২৮৬০
প্রত্যাশিত গড় আয়ুস্কাল (বছরে)	জাতীয়	৬৪.৯	৬৪.৯	৬৫.৪	৬৫.২	৬৫.৪	৬৬.৬	৬৬.৮	৬৭.২	৬৭.৭	৬৬.৮
	শহর	৬৭.২	৬৭.৬	৬৮	৬৭.৯	৬৮	৬৮.১	৬৮.৩	৬৮.৭	৬৮.৯	৬৮.৩
	পল্লী	৬৪.৪	৬৪.৩	৬৪.৬	৬৪.৫	৬৪.৬	৬৬	৬৬.২	৬৬.৯	৬৭.৪	৬৬.২
শিশু মৃত্যু হার (নবজাতক, < ১বছর, প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৫৩	৫৩	৬৫	৫০	৪৫.৫২	৫২	৪৩	৩৯	৩৬	৪৩
	শহর	৩৭	৪০	৭২	৪৪	৩৮	৫০	৪০	৩৭	৩৫	৪২
	পল্লী	৫৭	৫৭	৭২	৫১	৪৭	৫৯	৪২	৪০	৩৭	৪৩
শিশু মৃত্যু হার (১-৪ বছর, প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৪.৬	৪.৬	৮৮	৪.৪	৩.৯	৬৫	৩.১	২.৭	২.৬	৫৩
মাতৃ মৃত্যু হার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৩.৯	৩.৮	৯২	৩.৫	৩.৪	৬৩	৩.৫	২.৫৯	২.১৬	-
	শহর	২.৭	২.৭	৯৮	২.৭৫	১.৯৬	৭৭	২.৪	১.৭৯	১.৭৮	-
	পল্লী	৪.২	৪.০	-	৩.৫৮	৩.৭৫	-	৩.৯	২.৮৫	২.৩০	১.৯৪
গর্ভ নিরোধক ব্যবহারের হার (%)		৫৩.৪	৫৫.১	৫৮.১	৫৭	৫৮.৩	৫৫.৮	৫২.৬	৫৬.১	৫৬.৭	৬১.২
উর্বরতার হার (মহিলা প্রতি)		২.৬	২.৬	৩	২.৫	২.৪১	২.৭	২.৩	২.১৫	২.১২	২.৩

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, হেলথ বুলেটিনঃ এমআইএস, হেলথ ইকনমিক্স ইউনিট, স্বাপকম। BDHS Survey: 2004, 2007, 2011 স্বাপকম; SVRS, BMMS-2011 স্বাপকম

অর্থ বরাদ্দ

¯v¯¨ I cwievi Kj¨vY gšYvj‡qi AvIZvq PjwZ 2011-12 A_eQ‡i DbqbLv‡Z 1wU †m±i KgmwP (HNPSDP), 13 wU PjwZ wewb‡qvM cKí, 3 wU ‡RwWwmGd cKí Ges 3wU PjwZ KwiMwi mnvqZv cKímn †gvU ২০ wU cK‡íi AbK‡j 2011-12 A_ eQ‡ii ms‡kwaZ GwWwc‡Z †gvU eivÏ 3040.55 †KwU UvKv, hvi g‡a¨ wRIwe 1,521.76 †KwU UvKv Ges cKí mvnvh¨ 1518.79 †KwU UvKv| G eivÏ ceeZx eQ‡ii †P‡q †gvU 305.13 †KwU UvKv ev 11 শতাংশ †ekx|

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি (HPNSDP)

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতে বিদ্যমান বাধাসমূহ দূর করে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ এবং পরিবার কল্যাণ, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচিকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে ২০১১-১৬ মেয়াদে ১৩,৫৭৩.১৬ কোটি টাকা প্রকল্প সাহায্য এবং ৪৩৪২০.৩৮ কোটি টাকা সরকারের অনুদানসহ সর্বমোট ৫৬৯৯৩.৫৪ কোটি টাকা ব্যয় প্রস্তাব সম্বলিত Health, Population & Nutrition Sector Development Programme (HPNSDP) সেক্টর কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো জনগনের বিশেষ করে মহিলা, শিশু ও সুবিধা বÂিতদের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেবা প্রাপ্তির চাহিদা বৃদ্ধি ও কার্যকর সেবা প্রাপ্তি সহজলভ্য করা। এ †cvMv‡g cv_wgK ¯v¯¨ †mev‡K Mvgxb জনগোষ্ঠীর †`vr‡Mvovq †cŠ‡Q †`qvi j‡¶¨ KwgDwbwU

wKwbKmgn‡K mPj †i‡L ¯v¯¨, cwievi Kj¨vY I cwó †mev c`vb Kiv n‡e| GQvov wZb ¯i wewkó Dc‡Rjv ¯v¯¨ e¨e¯v M‡o †Zvjvi j‡¶¨ KwgDwbwU chv‡q KwgDwbwU wKwbK, BDwbqb chv‡q BDwbqb ¯v¯¨ I cwievi Kj¨vY †K›` Ges Dc‡Rjv chv‡q Dc‡Rjv ¯v¯¨ Kg‡c · mgn‡K kw³kvjx Kiv n‡e Ges G`i g‡a¨ GKwU †idv‡ij e¨e¯v M‡o †Zvjv n‡e| †Rjv chv‡qর mv‡_ যোগসূত্র cwZôvi j‡¶¨ ceZb Kiv n‡e †Rjv ¯v¯¨ e¨e¯v| GQvov cwó m¤úwKZ †mev‡K gjavivi †mevi mv‡_ h³ Kiv n‡e| RbmsL¨v ew×i nvi Kwg‡q DeiZvi nvi (TFR) replacement level G †bqvi Rb¨ we‡kl we‡kl Kvhµg Mn‡Yi পদক্ষেপ MnY Kiv হয়েছে। GQvov Mixe †ivMxদের Rb¨ gvbm¤úb ¯v¯¨†mev wbwðZ Kivi j‡¶¨ miKwi chv‡q cvBjU wnmv‡e ¯v¯¨ exgv Pvji welqwU we‡ePbvaxb i‡q‡Q|

স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা এবং ই-হেলথ কর্মসূচি

- মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে (মোট ৪৮২টি হাসপাতাল) মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্য সেবা চালু করা হয়েছে। স্থানীয় জনগণ এসব মোবাইলে ফোন করে হাসপাতালে না এসেই বিনা মূল্যে চিকিৎসা সেবা পেতে পারে।
- প্রতিটি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে সেবা নিতে আসা জনগণ সেবা না পেলে সে বিষয়ে অভিযোগ জানাতে বা সেবার মান বাড়ানোর পরামর্শ দিতে এসএমএস ভিত্তিক কমপ্লেইন/সাজেশন বক্স স্থাপন করা হয়েছে। অভিযোগ বা পরামর্শ স্বয়ংক্রিয়ভাবে কেন্দ্রে পৌঁছে এবং সেখান থেকে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ হতে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ এর নিকট প্রেরিত হয়।
- সর্বনিম্ন উপজেলা পর্যন্ত দেশের প্রায় ৮০০টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। HPNSDP-র আওতায় কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যায়ে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদানের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে।
- বিভিন্ন পর্যায়ে ৮টি হাসপাতালে উন্নত কোয়ালিটির ভিডিও টেলিমেডিসিন সুবিধা স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে রোগীরা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেতে পারছে। প্রতিটি উপজেলা এবং জেলা হাসপাতালে ওয়েব ক্যামেরা প্রদান করা হয়েছে। এগুলো টেলিমেডিসিন এর কাজে লাগানো হচ্ছে।
- 'মিনি ল্যাপটপ হবে ডিজিটাল ডাক্তার' এই ধারণাকে সামনে রেখে কমিউনিটি ক্লিনিকে আগত রোগীদের টেলি মেডিসিন সেবা প্রদান, গ্রামীন জনগণের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য ভান্ডার আপডেট করা, জনগণকে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদানসহ স্বাস্থ্য জনশক্তির প্রশিক্ষণ ই-মেইল ইন্টারনেটের ব্যবহারের জন্য ১৩৫০০টি কমিউনিটি ক্লিনিকে HPNSDP কর্মসূচি হতে পর্যায়ক্রমে ওয়েব ক্যামেরাযুক্ত মিনি ল্যাপটপ কম্পিউটার প্রদানের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।
- জাতীয় টিকাদান কর্মসূচি, ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল সপ্তাহ, মায়ের দুধের পক্ষে প্রচারণার কর্মসূচিতে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীদের কাছে এস এম এস এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রেরণ করা হয়। গর্ভবতী মায়েরা এস এম এস এর মাধ্যমে রেজিষ্ট্রেশন করে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ পেতে পারেন। গত তিন বছরে প্রায় অর্ধ লক্ষ জনবলকে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পুষ্টি

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের যে চ্যালেঞ্জ তার মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা-১,৪ এবং ৫ প্রত্যক্ষভাবে পুষ্টির সাথে সম্পৃক্ত। এসকল চ্যালেঞ্জ অর্জনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ন্যাশনাল নিউট্রিশন সার্ভিসেস (NNS) সারাদেশে বিভিন্ন পর্যায়ে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় পুষ্টিসেবা প্রদান করছে। দৈহিক পুষ্টি আহরণের পাশাপাশি ব্যক্তিগত পরিচর্যা, খাদ্যাভাস পরিবর্তনসহ বুদ্ধিবৃত্তি ও মানসিক পুষ্টি বিকাশের মাধ্যমে সর্বপর্যায়ে বিজ্ঞানসম্মত পুষ্টিসমৃদ্ধ জীবন প্রণালী প্রবর্তনের জন্য জনসাধারণের সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা এর মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য অপুষ্টি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কার্যক্রমকে সহায়তা দিয়ে অদূর ভবিষ্যতে দেশে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমানো এবং সার্বিকভাবে দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার টেকসই উন্নয়ন সাধনের জন্য কাজ চলছে। পুষ্টি সমস্যা নিরসনকল্পে বর্তমানে NNS কে স্বাস্থ্য খাতের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। NNS এর মাধ্যমে দেশে ক্ষুধা ও দারিদ্র বিমোচন নিরসনে অগ্রগতি সাধিত হবে ও শিশুমৃত্যুর হার অনেকাংশে হ্রাস পাবে এবং মাতৃসেবার উন্নয়ন সাধিত হবে।

KwgDwbwU wKwbK

কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা এক সাথে প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতি ৬০০০ মানুষের জন্য একটি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবাসমূহ নিশ্চিতকরণের পরিকল্পনা রয়েছে। 2009 mv‡j cvP ermi †gqv`x (2009-14) Revitaliazation of Community Health Care Initiative in Bangladesh (KwgDwbwU wKwbK cKí) kxlK Dbqb cKí Ab‡gw`Z হয়েছে। bZb wbgv‡Yi Rb¨ wbawiZ †gvU 2824wU কমিউনিটি ক্লিনিকের g‡a¨ 2011-12 A_ eQ‡i 1205 wU KwgDwbwU wKwbK wbgrcYর পরিকল্পনা রয়েছে। cK‡íi Rb¨ KwgDwbwU wKwb‡K ‡mev`vbKvix wn‡m‡e 13,500 Rb KwgDwbwU †nj_ †Kqvi †cvfvBWvi (CHCP) wb‡qvM cwµqv ˆpovš করা হয়েছে। এছাড়া, KwgDwbwU wKwb‡Kর মাধ্যমে প্রদেয় সেবা কার্যক্রম আরো জোরদার, গতিশীল ও সমন্বিত করে কার্যকরী উপজেলা স্বাস্থ্য পদ্ধতি চালু করার জন্য HPNSDP এর আওতায় KwgDwbwU †nj_ †Kqvi শীর্ষক অপারেশনাল প্ল্যান বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে ২০১১-১২ অর্থবছরে প্রায় ৩,০৪,৯৫,৫২৫ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং ৫,৫৫,৮৭৩ জন রোগীকে উচ্চতর সেবা কেন্দ্রে রেফার করা হয়েছে ।

স্বাস্থ্যসেবা

দেশের সর্বত্র প্রত্যেক নাগরিকের ন্যূনতম চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাঁদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন সম্ভব।পল্লী অঞ্চলে মাঠকর্মীদের মাধ্যমে ডায়রিয়া, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, যক্ষা, কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ ও ভিটামিন-এ এর অভাবজনিত অন্ধত্ব দূরীকরণ, কৃমিনাশক ওষুধ বিতরণ ও টীকাদান কর্মসূচি অব্যাহত আছে। এ সকল কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যু হার হ্রাস পাবে, গড় আয়ু বৃদ্ধি পাবে, রোগ প্রাদুর্ভাব হ্রাস পাবে। Dengue, Swine Flu & SARS রোগগুলো বর্তমানে দক্ষতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। এছাড়া, ফাইলেরিয়া ও ম্যালেরিয়া রোগ ২০১৫ সালের মধ্যে নির্মূল করার পর্যায়ে আনা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে ।

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)

HPNSDP -এর প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার অন্তর্গত ইপিআই কর্মসূচির আওতায় শিশুদেরকে রোগমুক্ত করার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। টিকার মাধ্যমে যেসব রোগ প্রতিরোধ করা যায়, তা প্রতিরোধ করে দেশকে রোগমুক্ত করার লক্ষ্যে ইপিআই কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, ধনুষ্টংকার, পোলিও, হাম, যক্ষা ও হেপাটাইটিস-বি রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকা প্রদান করা হচ্ছে । 'ইপিআই কভারেজ' এ বর্তমানে সবগুলো টিকা প্রাপ্তির হার (এক বৎসরের নিচে) ৮৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে এবং দুই বৎসরের নিচে ৯২ শতাংশ কাজ হয়েছে। এর মধ্যে বিসিজি-৯৯ শতাংশ, ডিপিটি-৩-৯৭ শতাংশ, পোলিও-৩-৯৫ শতাংশ, হেপাটাইটিস-বি ৩-৯৬ শতাংশ হাম-৯৬ শতাংশ (সূত্র Bangladesh EPI CES 2009)। এছাড়া, দেশকে পোলিও মুক্ত করার লক্ষ্যে জানুয়ারী ২০১২ সালে ২০তম জাতীয় টিকা দিবস পালন করা হয়েছে।

প্রজনন স্বাস্থ্য কর্মসূচি

বাস্তবায়িত সেক্টর কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন উপজেলা ও সকল জেলা হাসসপাতালে প্রসূতি সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে।'gvZ¯v¯¨ fvDPvi¯xg'Kvhµg এর আওতায় wW‡m¤i 2011 chš 46 টি ‡Rjvi 53 wU Dc‡Rjvq 5,60,527 Rb‡K fvDPvi c`vb Kiv n‡q‡Q Ges fvDPvicvß Mixe ও `t¯ MfeZx gwnjv‡`i Dc‡Rjv chv‡q ¯v¯¨ †mev c`vb Kiv n‡q‡Q। ২০১৬ নাগাদ ১০০টি উপজেলায় ভাউচার স্কীম সম্প্রসারণ করা হবে। এছাড়া, এ পর্যন্ত প্রায় ১৩২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জরুরী প্রসূতি সেবা (EMOC) চালু করা হয়েছে।

চিকিৎসা শিক্ষা

বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান ছাড়াও মেডিকেল কলেজগুলিতে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা হয়েছে যা মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের চিকিৎসা বিজ্ঞানে শিক্ষা লাভের সুযোগ সম্প্রসারিত করেছে। চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রমের কারিকুলাম হালনাগাদ ও গণমুখী করা হয়েছে। দেশের

সরকারি পর্যায়ে মোট ১৮টি মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস কোর্সে ছাত্রছাত্রী ভর্তি সংখ্যা ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষে ২৪৯৪ (Armed Forces Medical College Hospital সহ) এ উন্নীত করা হয়েছে। নতুন নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপনের মাধ্যমে বেসরকারি পর্যায়ে চিকিৎসা শিক্ষা উৎসাহিত করা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকারি পর্যায়ে আরো ৭টি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি স্থাপনের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত চিকিৎসা সহযোগী দক্ষ জনবল সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বেসরকারি মেডিকেল কলেজে মেধাবী ছাত্রছাত্রী ভর্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করে মেধা তালিকা অনুযায়ী ভর্তি কার্যক্রম Pj‡Q|

পরিবার পরিকল্পনা সেবা

বাংলাদেশের দুর্বল আর্থসামাজিক অবস্থা এবং শিক্ষার কম অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির সাফল্য আশাব্যঞ্জক। এ যাবত পরিবার পরিকল্পনার সবচেয়ে বড় সাফল্য হচ্ছে আধুনিক ও কর্মকারী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ। ২০১৬ সালের পূর্বে প্রতিস্থাপনযোগ্য জন উর্বরতা নিশ্চিত করা সরকারের মূল লক্ষ্য এবং এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বর্তমানের জনউর্বরতার হার ২.৫ থেকে ২০১৬ সাল নাগাদ ২.০- এ নামিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম হলো পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহীতার হার ৬১ শতাংশ থেকে ২০১৬ সাল নাগাদ ৭৪ শতাংশে উন্নীত করা। বর্তমান দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে মোট প্রজনন হার (Total Fertility Rate-TFR) বেশী এবং পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার (CPR) কম। এ অবস্থায়, দারিদ্র জনগোষ্ঠীর TFR হ্রাস ও CPR বৃদ্ধিকল্পে বিশেষ করে বস্তি এলাকা, চরাÂল, দুর্গম এলাকা, অনগ্রসর পল্লী এলাকা ও হাওড় এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম জোরদার করার জন্য এলাকাভিত্তিক কর্মকৌশল প্রণয়ন করে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

নার্সিং সেবা

†`‡k nvmcvZv‡ji khˇv msL¨v e¨× I ¯v¯¨ †mevi gvb উন্নয়নের Rb¨ †mev cwi`ß‡ii ¸i“Z I `wqZ e¨× †c‡q‡Q| এ কারণেই bvwms e¨e¯vcbv Ges Gi mweK Dbq‡bi j‡¶¨ ¯v¯¨ I cwieviKj¨vY gšYvj‡qi wbqšYvaxb msh³ wefvM wn‡m‡e 1977 সালে GKwU ¯Zš †mev cwi`ßi MwVZ nq| eZgv‡b evsjv‡`‡k 28,784 Rb †iwR÷vW bvm i‡q‡Qb| এরমধ্যে ১৭,৭৫৩ জন নার্স সরকারি চাকুরিতে, ১,১০০ জন নার্স বিদেশে এবং প্রায় ১০,০০০ জন নার্স দেশে বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত আছে। ১৭৪ জন রেজিষ্টার্ড নার্সকে ৬ মাস মেয়াদি সার্টিফাইড মিডওয়াইফারি কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশে বর্তমানে ৪৩টি সরকারি bvwms BbwówUDU ও ৩৯ টি বেসরকারি bvwms BbwówUDU বিদ্যমান আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেশে ১০টি miKvfi bvwms K‡jR এবং ২১টি †emiKvfi bvwms K‡jR রয়েছে। এছাড়া বেসরকারি পর্যায়ে ৩৯টি bvwms BbwówUDU, 9wU bvwms K‡jR I 5wU †cvó †ewmK bvwms K‡jR রয়েছে| wewfb nvmcvZv‡j wmwbqi óvd bv‡mi 2,620wU শূন্য c‡`i wecix‡Z 1,747 Rb‡K wb‡qvM c`vb Ges mnKvix bv‡mi c` n‡Z 271 Rb‡K wmwbqi óvd bvm c‡` পদোন্নতি c`vb Kiv হয়েছে| †`‡k AwfÁ bv‡mi সংখ্যা বৃদ্ধি Rb¨ XvKv¯ †k‡i evsjv bM‡i GKwU GgGmwm bvwms K‡jR Pvji উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে ২০১৬ নাগাদ দেশে সেবিকার সংখ্যা ৪০,০০০ এ উন্নীত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

ঔষধ প্রশাসন ও ঔষধ শিল্প

ক্রমবর্ধমান Dbqb I Pwn`vi K_v we‡ePbv K‡i G †`‡k উৎপাদিত Jl‡ai ¸YMZ gvb wbwðZ Kivi j‡¶¨ miKvi m¤úwZ Jla ckvmb‡K ‡X‡j mvRv‡bvi KvhKi D‡`¨vM wb‡q‡Q| G †c¶vc‡U Jla ckvmb cwi`ßi‡K gšYvj‡qi msh³ Awa`ßi wn‡m‡e DbxZ Kiv n‡q‡Q| Jla wk‡í Good Manufacturing Practices (GMP) Abkxj‡b AMMwZ I Drcw`Z Jla AvšRwZK gvbm¤úb হওয়ায় eZgv‡b †`‡k Drcw`Z 187 ev‡Ûi wewfb cKv‡ii Jla I Jl†ai KvPvgvj h³ivR¨ I যুক্তরাষ্ট্রসহ we‡ki cvq 87wU †`‡k ißwb n‡ছে। DbZ chw³i ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদিতব্য কয়েকটি Jla Qvov c‡qvRbxq cvq mKj cKvi Jla eZgv‡b ¯vbxqfv‡e Drcw`Z nq| me‡gvU 63wU G¨v‡jvc¨w_K Jla c¯ZKvix cwZôvb eQ‡i 20,456 ev‡Ûi 6,000 †KwU UvKvi Jla I Jl†ai KvPvgvj Drcv`b Ki‡Q| †`kxq Pwn`vi cvq 97 fv‡MiI †ekx Jla

eZgv‡b ¯vbxqfv‡e Drcw`Z nq| Gi cvkvcwk ¯v¯¨†mevq AvBbMZ ¯xKwZ cvß cv‡P¨i kv¯xq I cvðv‡Z¨i †nwglc¨w_K I ev‡qv‡KwgK Jl†ai Ae`vbI D‡jL¨‡hvM¨| Il‡ai ¸YMZ gvb i¶vq bgbv cix¶v/we‡kl‡Yi Rb¨ eZgv‡b 2wU miKvfi Jla cix¶vMvi i‡q‡Q| ইনষ্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ এর আওতাধীন ড্রাগ টেষ্টিং ল্যাবরেটরিকে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত করে আধুনিক ল্যাবরেটরিতে উন্নীত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ল্যাবটিকে ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি (NCL) হিসেবে এবং আন্তর্জাতিক মানের ল্যাবরেটরিতে উন্নীত করার কার্যক্রম সমাপ্তির পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া, cwšK e¨enviKvix‡`i wbKU µqmva¨ g‡j¨ AZ¨vek¨Kxq Jlamgn mnRjf¨ Kivi Rb¨ Jl‡ai Zwjkv cbt gj¨vqb I gj¨ wbaviY bxwZgvjv ms‡kvab করা হয়েছে| 'জাতীয় ঔষধনীতি,২০০৫' হালনাগাদ করা হয়েছে এবং 'ঔষধ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ, ১৯৮২' এর প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে।

বেসরকারি স্বাস্থ্যখাত

¯v¯¨ wPwKrmv‡য় †emiKwi Lv‡Zi AskMnY বৃদ্ধির লক্ষ্যে miKvi A_ Ab`vbmn wewfb mweav c`vb Ki‡Q| বর্তমানে ৪৪টি †gwW‡Kj K‡jR, ১২টি †W›Uvj K‡jR Ges 42,327wU kh¨vmn 2,501wU †emiKwi nvmcvZvj I wKwbK i‡q‡Q| cvkvcwk 5,721wU DbZgv‡bi WvqvMbw÷K †m›Uvi D‡jL‡hvM¨ Ae`vb ivL‡Q| ¯v¯¨ †mevi †¶‡Î GbwRI‡`i ভূমিকাও D‡jL‡hvM¨| ¯v¯¨, cwó I RbmsL¨v KgmwPi AvIZvq GBPAvBwf/GBWm I cwó Kvhµg ev¯evq‡b †ek wKQ GbwRI m¤ú³ i‡q‡Q| Ab‡gw`Z 52wU Bbw÷wUDU Ae †nj_ †UK‡bvjwR n‡Z mn‡hvMx gvbem¤ú` ‰Zix Kiv n‡"Q| ‡`‡k eZgv‡b 41wU Blood Bank Pvj Av‡Q|

স্বাস্থ্য বীমা

সরকার কর্তৃক বহুমূখী কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বিগত বছরগুলোতে স্বাস্থ্য খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে বিকল্প অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি, সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নত স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ এবং স্বাস্থ্য খাতে দক্ষতা অর্জন ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য বীমা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে শুধু দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থানকারী জনগণকে স্বাস্থ্য কার্ড প্রদানের মাধ্যমে বিনামূল্যে উপজেলা পর্যায়ে অন্তঃ বিভাগীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হবে এবং এ উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে তিনটি উপজেলা নির্বাচন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ কার্যক্রম অন্যান্য উপজেলায়ও সম্প্রসারিত হবে।

স্বাস্থ্য খাতের সংস্কার

¯v¯¨ LvZ‡K AvawbK I যুগোপযোগী Kivi Rb¨ ¯v¯¨, cwó I RbmsL¨v Kvhµ‡g †ek wKQ ms¯‹vigjK c`‡¶c Mnœ Kiv n‡q‡Q| cavb ms¯‹vi Kvhµg¸‡jv n‡jv t

- ইতোমধ্যে স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, জনসংখ্যা নীতির খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে, যা শীঘ্রই চূড়ান্ত করা হবে;
- ‡m±i IqvBW †cvMvg e¨e¯vcbvi gva¨‡g Rb¯v¯¨ LvZ‡K kw³kvjx Kiv;
- miKwi I †emiKwi A_vq‡bi mnvqZvq ¯v¯¨ †mev‡K eûgLxKi‡ণর c_ ck¯ Kiv;
- ‡nj_ GW‡fv‡Kসী Ges wWgvÛ mvBWdvBbwÝs Gi gZ KgmfPi gva¨‡g `wi` Rb‡Mvôxi ¯v¯¨ †mevi Pvwn`v mwó Kiv;
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রমের মাধ্যমে পুষ্টি সেবাকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করে সারাদেশে পুষ্টি কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা;
- সকল জেলা ও বিশেষায়িত হাসপাতালে ICU/CCU সেবা চালু করা;
- কমিউনিটি ক্লিনিকসহ সকল স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে ই-হেলথ চালু করা;

- জন্ম নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করার লক্ষ্যে স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি জোরদার, পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদা (Unmet Need) পূরণসহ এলাকা ও লক্ষ্য ভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা সেবা কার্যক্রম জোরদার করা ;
- অগ্রাধিকার চিহ্নিত করে প্রাতিষ্ঠানিক পুর্নবিন্যাস ও নীতিসমূহের সংস্কার সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ;যেমন বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, দুর্গম এলাকার সেবা প্রদানকারীদের বিভিন্ন প্রণোদনা প্রদান এবং miKwi I †emiKwi অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ;
- স্থানীয় সরকার বিভাগ ও বিভিন্ন এনজিওদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নগরে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা সম্প্রসারণ ও জোরদার করা।

নারী ও শিশু উন্নয়ন কার্যক্রম

সম্প্রতি †NvlZ জাতীয় bvix Dbqb bxwZ-2011 Gi AvIZvq G‡`‡ki bvix‡`i wkw¶Z I `¶ gvbe m¤ú` wn‡m‡e M‡o †Zvjv Ges RvZxq Dbqb KgKvÛ ev¯evq‡b bvixi mwµq AskMnY Ges bvixi ivR‰bwZK,mvgwRK, ckvmwbK I A_‰bwZK ¶gZvqb wbwðZ Kivi KvR GwM‡q Pj‡Q| এছাড়া wkï ¯v_ I AwaKvi i¶v Ges wkï Kj¨v‡Yi j‡¶¨ 2011 mv‡j MnxZ n‡q‡Q RvZxq wkï bxwZ| এছাড়া, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধে প্রণয়ন করা হয়েছে 'পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০' ।

bvix I wkï‡`i Ae¯vi Dbq‡b gwnjv I wkï welqK gšYvjq AMYx fwgKv cvjb Ki‡Q| eZgv‡b gšYvj‡qi wZbwU Aâtb¯ ms¯v gwnjv welqK Awa`ßi, RvZxq gwnjv ms¯v I evsjv‡`k wkï GKv‡Wgxi gva¨‡g wewfb Dbqb cKí I Ab¨vb¨ Kvhµg ev¯ewqZ n‡"Q| G¸‡jvi g‡a¨ D‡jL†hvM¨ nj Lv`¨ wbivcËvnxb `wi` gwnjv‡`i উন্নয়নে wfwRwW কার্যক্রম, bvix wbhtZ‡b gwë‡m±ivj cKí, cwjwm wjWvikxc GÛ G¨vW‡fv‡Kmx di †RÛvi BKqwjwU (cvR-2) cKí, wkïi weKv‡k প্রারম্ভিক wk¶v cKí BZ¨w`| G gšYvj‡qi gva¨‡g ev¯evqbvaxb wewfb Kvhµg ‡hgb: KgRxex gwnjv †nv‡÷j নির্মাণ, wkï‡`i Rb¨ w`evhZ †K›` প্রতিষ্ঠা, †mjvB †gwkb weZiY I weaev fvZv Kvhµg mvgwMK fv‡e bvix I wkï Dbq‡b BwZevPK fwgKv ivL‡Q| gwnjv welqK Awa`ßi †`‡ki 64 wU †Rjv Ges 412 wU Dc‡Rjvq, RvZxq gwnjv ms¯v 64 wU †Rjv I 48 wU Dc‡Rjvq Ges wkï GKv‡Wwg 64 wU †Rjvq gwnjv I wkï Dbq‡b wewfb KgmfP ev¯evqb Ki‡Q|

অর্থ বরাদ্দ

2011-12 অর্থবছরের আরGwWwc‡Z gwnjv I wkï welqK gšYvj‡qi 23 wU (বিনিয়োগ প্রকল্প:১৪টি ও কারিগরি সহায়তা প্রকল্প: ৯টি) cK‡íর অনুকূলে eivÏ রয়েছে 184.৫৯ কোটি UvKv Ges মার্চ 2012 chš e¨q n‡q‡Q 96.00 কোটি UvKv, hv †gvU eiv‡Ïi 52 kZvsk|

bvix Dbq‡b MnxZ Kvhµg

জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি, bvixi ¶gZvqn, bvix wbhvZb eÜ, bvix cvPvi cwZ‡iva, Kg‡¶‡Î bvixi wbivcËv weavb Ges A_‰bwZK KgKv‡Ûi gj †mvZavivq bvixi cY AskMnY wbwðZ Kivmn bvixi mvgwMK Av_-mvgwRK Dbq‡b gwnjv I wkï welqK gšYvjq যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তা নিম্নরূপঃ

- জুলাই ২০১০ থেকে জুন ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন †Rjv chv‡q gwnjv cwk¶Y †K›` **(WTC)** mg‡ni cwk¶Y Kvhµg Dbqb cK‡íi gva¨‡g gwnjv welqK Awa`ß‡ii 64wU ‡Rjv gwnjv welqK KgKZvi Kvhvj‡q we`¨gvb gwnjv cwk¶Y †K›`mg‡ni cwk¶Y Kvhµg Dbqb I ewËgjK AvawbK cwk¶‡Yi gva¨‡g `wi` gwnjv‡`i (16-45 eQi) `¶Zv ew×KiY কার্যক্রম ev¯ewqZ n‡"Q| 2011-12 A_ eQ‡i এ প্রকল্পের অনুকূলে eivÏ রয়েছে 430 j¶ UvKv|

- †Uwbs di wWRGWfvb‡UR I‡gb Ab †iwW‡gW Mv‡g›Um (AviGgwR) wRivbx, MvRxci প্রকল্পের আওতায় cwZ `B gvm cici আবাসিকভাবে 32 Rb K‡i cwk¶Yv_x cwk¶Y mgvß Ki‡Q Ges Zv‡`i wewfb Mv‡g›Um d¨v±i‡Z PvKixi e¨e¯v করা n‡"Q| Rvbqwi 2011 n‡Z †de"qvRi 2012 chš 153 Rb cwk¶Yv_x PvKix পেয়েছে| 2011-12 A_ eQ‡i এ প্রকল্পের অনুকূলে eivÏ রয়েছে ১৩০.০০ j¶ UvKv|
- ‡`‡ki mvgwMK Dbq‡b mdjZv AR‡bi †¶‡Î miKvfi A_vbK‡j¨ Z_¨ chw³ I Kw¤úDUvi cwk¶Y c`v‡bi gva¨‡g wkw¶Z, †eKvi gwnjv‡`i AvZ-Kgms¯vb Ges Kg‡¶‡Î `¶Zv ew× K‡i A_‰bwZK Dbq‡b Ae`vb ivLvi j‡¶¨ RjvB 2008 †_‡K Rb 2012 chš †gqv‡` evsjv‡`k miKv‡ii 1675.47 j¶ UvKv e¨‡q †Rjv wfwËK gwnjv Kw¤úDUvi cwk¶Y (2q chvq) cKíwU ev¯evwiZ হচ্ছে| G cK‡íi gva¨‡g †gvU 30wU †Rjvq eQ‡i 4800 Rb gwnjv‡K cwk¶Y c`vb Kivi j¶¨gvÎv i‡q‡Q| 2011-12 A_ eQ‡ii GwWwc‡Z cK‡íi AbK‡j 380.00 j¶ UvKv eivÏ i‡q‡Q|
- kni AÂ‡ji `wi`, †eKvi, weËnxb gwnjv‡`i KwiMfi I ewËgjK cwk¶‡Yi gva¨‡g Kg¶g I `¶ Rbkw³ wn‡m‡e M‡o †Zvjv Ges cvß cwk¶Y Kv‡R jwM‡q AvZ¥-Kgms¯v‡bi m‡hvM mwói j‡¶¨ A‡±vei 2009 n‡Z †m‡Þ¤i 2013 †gqv‡` 1881.96 j¶ UvKv e¨q m¤wjZ bMi wfwËK cwšK gwnjv Dbqb cKí ev¯evwiZ হচ্ছে| প্রকল্পের আওতায় 46wU cwk¶Y ‡K‡›`i gva¨‡g 27600 Rb gwnjv‡K বিভিন্ন †U‡W `¶Zv Dbqb cwk¶Y Ges m¤¢vebvgq cwk¶Yv_x‡`i RvZxq gwnjv ms¯v cwiPvjZ AveZK FY Znwe‡ji A_ †_‡K 10 হাজার UvKv †_‡K 20 হাজার UvKv chš Aw_K mnvqZv c`vb Kiv n‡e| 2011-12 A_ eQ‡ii GwWwc‡Z এ প্রকল্পের অনুকূলে 132 j¶ UvKv eivÏ c`vb Kiv n‡q‡Q|
- bvix D‡`¨v³v‡`i KgKvÛ‡K c‡qvRbxq mnvqZv w`‡q †UKmB Kivi j‡¶¨ †`‡ki mweavewÂZ bvix‡`i A_‰bwZK I mvgwRK ¶gZvq‡bi Rb¨ RjvB 2011 n‡Z Rb 2015 †gqv‡` 1384.50 j¶ e¨q সাপেক্ষ A_‰bwZK ¶gZvq‡b bvix D‡`¨v³v‡`i weKvশ্ mvab (2q chvq) cKí MnY Kiv হয়েছে| cK‡íi AvIZvq 7750 Rb gwnjv‡K D‡`¨v³v Dbqb cwk¶‡Yi gva¨‡g ¶gZvq‡bi m‡hvM mwó I mn‡hwMZv c`vb Kiv n‡e| 2011-12 A_ eQ‡ii GwWwc‡Z এ প্রকল্পের অনুকূলে 287.00 j¶ UvKv eivÏ i‡q‡Q |
- Z_¨ Avcv t wWwRUvj evsjv‡`k Movi j‡¶¨ Z_¨ †hvMv‡hvM chw³i gva¨‡g gwnjv‡`i ¶gZvqb প্রকল্পের (2011-14) এ i gj D‡Ïk¨ হলো wewfb chw³MZ mweaw` m¤ú‡K gwnjv‡`i m‡PZb K‡i Z_¨ RM‡Z Zv‡`i c‡ekwaKvi wbwðZ K‡i AvZ¥bfikxj n‡q M‡o DV‡Z mnvqZv Kiv| cK‡íi আওতায় নির্বাচিত `kwU Dc‡Rjvq 10wU Z_¨ †K›` ¯vcb Kiv n‡e| D³ 10wU Z_¨ †K‡›`i gva¨‡g MvgxY I knivÂ‡ji gwnjv‡`i Rb¨ eQ‡i 120wU cwk¶Y KgmfP MnY Kiv n‡e| cKí †gqv`Kv‡j me‡gvU 1 j¶ gwnjv‡K D³ mweav c`v‡bi AvIZvq Avbvর পরিকল্পনা রয়েছে। 2011-12 A_ eQ‡ii GwWwc‡Z G cK‡íi AbK‡j 166.00 j¶ UvKv eivÏ i‡q‡Q|
- AbMmi,Ae‡nwjZ,†eKvi gwnjv‡`i AvZ-Kgms¯vb I AvqeaK KgKv‡Û m¤ú³ Kivi j‡¶¨ RvZxq gwnjv ms¯v `wR weÁvb,GgeqWvix, eK-ewUK, PvgovRvZ wkí BZ¨w` wel‡q `¶Zv Dbqb cwk¶Y Kvhµg cwiPvjbv K‡i _v‡K| RvZxq gwnjv cwk¶Y I Dbqb GKv‡Wgxi gva¨‡g 2011-12 A_ বছরে 394 Rb‡K wewfb †U‡W cwk¶Y †`qv n‡q‡Q| 2011-12 A_ eQ‡i GwWwc‡Z Gর AbK‡j 19 j¶ UvKv eivÏ i‡q‡Q|
- Lv`¨ I RxweKvi wbivcËvi লক্ষ্যে গৃহীত **ফুড এন্ড লাইভলিহুড সিকিউরিটি (FLS)** cK‡íi gj D‡Ïk¨ nj DËi e‡½i wZbwU †Rjvi AwZ `wi`‡`i Lv`¨ wbivcËv I Rxebgv‡bi Dbqb mvab| cKíwU blMv, bv‡Uvi I PvcvBbeveMÄ †Rjvi AšMZ 22wU Dc‡Rjvq ev¯ewqZ n‡e| cKíwUi DcKvi‡fvMx 80,000 Rb AwZ `wi` bvix| 2011-12 অর্থ বছরের GwWwc‡Z G cK‡íi AbK‡j 4,725.00 j¶ UvKv eivÏ i‡q‡Q|

- c‡gvkb Ad †RÛvi BKqwjwU GÛ I‡gÝ G¤úvIqvi‡g›U cK‡íi AvIZvq gwnjv‡`i ¶gZvqb I m‡PZb Kivi Rb¨ cwk¶Y, Kgkvjv, m‡¤§jb Ges mnvqZv †mevi gva¨‡g AvBb msµvš, ¯v¯¨ mnvqZv Ges Avk‡qi e¨e¯v Kiv n‡q _v‡K| G cK‡íi gj D‡Ïk¨ n‡jv mvgwRK cwieZ‡bi gva¨‡g ˆelg¨gjK AvPiY ‡ivaK‡í bvix ci"‡li g‡a¨ mgZvi Rb¨ c‡Póv MnY Ges cRbb ¯v¯¨ I cRbb AwaKvi m¤ú‡K wm×vš Mn‡Y bvixi ¶gZvqb| 2011-12 A_ eQ‡ii GWwc‡Z এ প্রকল্পের অনুকূলে eivÏ 496.00 j¶ UvKv|
- **পলিসি লিডারশীপ এন্ড এ্যাডভোকেসি ফর জেন্ডার ইকুয়ালিটি (প্লাজ-২)** প্রকল্পটি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের Gender Responsive Budget এবং Gender Responsive Planning উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলছে। জেন্ডার রেসপনসিভ প্ল্যানিংকে মেইনস্ট্রিমিং করার লক্ষ্যে জাতীয় পরিকল্পনা উন্নয়ন একাডেমীর ক্যারিকুলামে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটি জুলাই ২০০৬ থেকে জুন ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। 2011-12 A_ eQ‡ii GWwc‡Z এ প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ রয়েছে ৫৯৮.০০ লক্ষ টাকা।
- PvKwi wewb‡qvM Z_¨ †K›` Gi gva¨‡g ‡`‡ki wkw¶Z, ¯í wkw¶Z, `¶, A`¶ mKj †kYxi gwnjv‡`i bvg wbeÜbmn PvKwi cwß‡Z mnvqZvKiY Kvhµg Pvj i‡q‡Q|
- bvix wbhvZb cwZ‡iva †mj ‡`‡ki `:¯, Amnvq I wbhwZZ bvix‡`i KvDwÝwjs Gi gva¨‡g cwiewiK mgm¨v/weev` gxgvsmv, cwiewiK m¤úK cb:¯vcb, ¯x I mšv‡bi fiY-†cvlY I †`b-†gvnivbv Av`vq Kiv nq|

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ও নারী ও শিশু উন্নয়নে বিবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দেশের নারী সমাজকে উৎপাদনমূলক কাজে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য ৬টি বিভাগীয় সদরে ৬টি মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৬টি ট্রেডে দুই শিফটে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু রয়েছে। উল্লিখিত কেন্দ্রসমূহ থেকে প্রতি বছর ৪,৩২০ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ফলে দেশ-বিদেশে দক্ষ ও আধা-দক্ষ নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মিরপুর হতে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান উপযোগী হাউজ কিপিংসহ বিভিন্ন ট্রেডে বছরে প্রায় ১০ হাজার জন যুবমহিলা বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ করছে। অন্যদিকে নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বৈষম্যমূলক আইনসমূহ সংশোধন, কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বিধান, নারী-কর্মবান্ধব পরিবেশ ও সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

wkï Dbq‡b MnxZ Kvhµg

শিশুদের মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে এবং শিশু কল্যাণে শিশুর সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ,পুষ্টি, শিক্ষা ও বিনোদনের কোন বিকল্প নেই । তাই wkï-wK‡kvi Kj¨v‡Y RwZmsN mb` Abhvqx wkï AwaKvi msi¶Y, wkïi Rxeb I RxweKv Dbq‡b cwk¶Y c`vb, cvK-cv_wgK wk¶v KgmwP cwiPvjbvmn wkï wbhvZb eÜ, we‡kl K‡i Kb¨wkï‡`i ˆelg¨ we‡jvc mva‡b gwnjv I wkï welqK gšYvjq যেসব cKí, KgmwP I Kvhµg ev¯evqb Ki‡Q তা নিম্নরূপঃ

- evsjv‡`k wkï GKv‡Wgx wkïi **বিকাশে** cvi¤K **শিক্ষা (ELCD)** cK‡íi gva¨‡g †`‡ki 64wU †Rjvq wkïi gvbwmK I ew×বৃwËK weKv‡k wewfbgLx Kvhµg ev¯evq‡bi gva¨‡g `¶ I AvawbK gvbe m¤ú‡`i k³ wfwË iPbvq ¸i"ZcY fwgKv cvjb K‡i Pj‡Q| G cK‡íi AvIZvq 2011-12 অর্থ বছরে ১৫০wU cvK-cv_wgK wk¶v †K›` Pvj Kiv n‡q‡Q| †`ke¨vcx 8,731wU কেন্দ্রেi gva¨‡g 4-5 eQi eqmx cvq 8 j¶ wkï‡K cvK-cv_wgK wk¶v c`vb Kiv n‡q‡Q| 2011-12 A_ eQ‡ii GWwc‡Z এ প্রকল্পের অনুকূলে 2175 j¶ UvKv eivÏ i‡q‡Q|
- wmwmgci AvDUixP kxlK cKíwU জানুয়ারি, 2009 †_‡K ডিসেম্বর 2012 chš mg‡q 2244.58 j¶ UvKv e¨‡q 03-06 eQi eqmx wkï‡`i সv¶iZv, msL¨vi aviYv, ew×বৃwËK wPšv Ges g‡bvmvgwRK wel‡qi aviYvi gva¨‡g gvbm¤§Z wkLb Kvhµg পরিচালনার জন্য বাস্তবায়িত হচ্ছে| 2011-12 A_ eQ‡ii GWwc‡Z এ প্রকল্পের অনুকূলে 870 j¶ UvKv eivÏ i‡q‡Q|

- **ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর মনিটরিং চাইল্ড রাইটস** প্রকল্পের আওতায় শিশু অধিকার সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণের বিষয়ে ডাটা ব্যাংক স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তাছাড়া National Plan of Action for Children (2005-2010) -কে review করে ইউনিসেফ বাংলাদেশের সহায়তায় বাংলাদেশে শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো, নির্দেশকসমূহ ও নির্দেশাবলী ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত জেলা শিশু অধিকার ফোরাম সদস্যদের শিশু অধিকার পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশের ৬৪টি জেলায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের শিশু উইং ও শিশু শাখা শক্তিশালীকরণে এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমির শিশু বিষয়ক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করার ক্ষেত্রে এ প্রকল্প হতে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১১-১২ অর্থ বছরের এডিপিতে এ প্রকল্পের অনুকুলে ১৭২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

এছাড়া শিশুশ্রম নিরসনকল্পে **জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০** প্রণয়ন করা হয়েছে । কারণ, শিশুশ্রম নিরসন বর্তমান বিশ্বে একটি স্পর্শকাতর বিষয়। দেশে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প কারখানা হতে শিশু শ্রম নিরসনের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ লক্ষ্যে বাস্তবায়িত প্রকল্পের আওতায় ৪০,০০০ শিশু শ্রমিককে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানসহ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত শিশু শ্রমিকদের ৫,০০০ জন পিতা-মাতাকে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ৩.৫৬ কোটি টাকার ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়েছে। জুলাই,২০১০ থেকে শুরু হয়েছে উক্ত প্রকল্পের ৩য় পর্যায়। যার মাধ্যমে ৫০,০০০ শিশু শ্রমিককে ২৪ মাস ব্যাপী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ৯টি ট্রেডে ৬মাস ব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। উক্ত প্রশিক্ষণ শেষে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রেডওয়ারী উপকরণ সরবরাহ করা হবে। এছাড়াও বাংলাদেশের Urban Informal Economy থেকে নিকৃষ্ট ধরণের শিশুশ্রম নিরসনের জন্য নেদারল্যান্ড সরকারের আর্থিক সহায়তায় ৭১৩৯.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় Urban Informal Economy (UIE) Programme of the Project of Suppot to the Time Bound Programme towards the Elimination of Worst Forms of Child Labor in Bangladesh শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন শেষে প্রায় ৫৫,০০০ শিশু শ্রমিককে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে বিরত রাখা সম্ভব হবে এবং ২৬,০০০ জন শিশু শ্রমিককে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ১৩,০০০ জনকে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হবে। একই প্রকল্পের আওতায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে শ্রম উইং-এর তত্ত্বাবধানে চাইল্ড লেবার ইউনিট (CLU) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশে শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত সকল নীতি ও কার্যক্রম পরিকল্পিত ও সমন্বিতভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে শিশুশ্রম ইউনিট অনুঘটকের দায়িত্ব পালন করছে। এ ছাড়াও দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্রে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এবং সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মতো উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে শিশুশ্রম নিরসনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণের বিষয়ে CLU উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবে।

সমাজকল্যাণ

দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি বহুলাংশে নির্ভর করে দুঃস্থ, দরিদ্র ও অসহায় এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সার্বিক অবস্থার উন্নয়নের ওপর। সমাজকল্যাণ gšYvjq দেশের বিপুল সংখ্যক প্রতিবন্ধী, এতিম, দুঃস্থ, দরিদ্র ও অসহায় এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর দারিদ্রবিমোচন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও সমাজকল্যাণ gšYvjq অপরাধপ্রবণ কিশোরদের সংশোধন, সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের পুনর্বাসন, দুঃস্থ ও অসহায় ছেলে-মেয়েদের লালনপালন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণসহ পুনর্বাসb, পরিত্যক্ত নবজাতক শিশুদের লালন-পালন, ভবঘুরে পুনর্বাসন, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান, নিরাপদ আবাসনসহ বহুবিধ কার্যক্রম সমগ্র দেশব্যাপী পরিচালনা করছে।

কল্যাণ ও সেবামূলক কার্যক্রম

Kj¨vY I †mevgjK Kvhµ‡gi g‡a¨ nvmcvZvj mgvR‡mev/wPwKrmv ‡mev Kvhµg, mgwšZ AÜ wk¶v Kvhµg, `wó I keYcwZeÜx‡`i we`¨vjq, †eBj †cm, ¯‹vw÷K mvgMx Drcv`b †K›`, wgbv‡ij IqvUvi ¯‹v›U I kvixwiK cwZeÜx‡`i ewËgjK cwk¶Y I cbevmb †K›` Ab¨Zg| Mixe I Amnvq †ivMx‡`i †mev `v‡bi Rb¨ nvmcvZvj mgvR‡mev Kvhµ‡gi gva¨‡g PjwZ A_eQ‡ii ‡de"qwi, 2012 chন্ত 5,35,000 Rbmn G chন্ত মোট 2,79,00,188 Rb Mixe †ivMx‡K 89wU BDwb‡Ui gva¨‡g Aw_K mn‡hwMZv, মনস্তাত্ত্বিক I wPwKrmv m‡hvM c`vb Kiv n‡q‡Q| `wó cwZeÜx wkï‡`i wbR¯ cwi‡e‡k Ges ¯vbxq wk¶vj‡q P¶®§vb wk¶v_x‡`i m‡½ mgwšZ wk¶v c`v‡bi D‡Ï‡k¨ 64 wU †Rjv kn‡i mgwšZ AÜwk¶v Kvhµg cwiPwjZ হচ্ছে। G Kvhµ‡gi gva¨‡g G hveZ DcKvi‡fvMxi msL¨v 1096 Rb| cw÷K mvgMx Drcv`b †K›` ˆgÎx wkímn

†`‡ki mec_g wgbv‡ij/ wWswKs IqvUvi cv›U ¯vcb Kiv n‡q‡Q| G cv‡›Ui AvIZvq Drcw`Z Ôg³vÕ bv‡gi wgbv‡ij/ wWswKs IqvUv‡ii Pvwn`v evRv‡i e¨vcKfv‡e ew× †c‡q‡Q|

সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ কার্যক্রম

অপরাধপ্রবণ কিশোর-কিশোরীদের চরিত্র সংশোধনপূর্বক সমাজে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে । শিশু আইন, ১৯৭৪; শিশু বিধিমালা, ১৯৭৬ এবং জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ এর ভিত্তিতে কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদপ্তর কাজ করে আসছে। এ যাবত তিনটি কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে উপকারভোগীর সংখ্যা ১৫,৫৭৬ জন। প্রথম অপরাধ ও লঘু অপরাধে দন্ডিত অথবা বিচারাধীন অপরাধীদের জন্য প্রবেশন ও আফটার কেয়ার সার্ভিসেস এর মাধ্যমে পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে যার মাধ্যমে এ পর্যন্ত উপকৃতের সংখ্যা যথাক্রমে ১২,৩৬৭ জন ও ৩৮,২৯৯ জন। সমাজসেবা অধিদপ্তর ভবঘুরেদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য ৬টি সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র পরিচালনা করছে। এছাড়া, আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু-কিশোরী মহিলাদের কারাগারের পরিবেশ হতে ভিন্ন পরিবেশে রাখার জন্য দেশে ৬টি মহিলা ও শিশু-কিশোরীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ, গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রচার ও প্রকাশনা কার্যক্রম

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রায় ১১ হাজার কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের জন্য প্রতি বৎসর বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সমাজসেবা অধিদপ্তরের জনবল ও সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য ৬টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়া, সমাজসেবা অধিদপ্তরের কার্যক্রমের উপর নীতিমালা, বুকলেট, ব্রুসিয়ার, কার্যক্রম পরিচিতি, সমাজকল্যাণ বার্তা ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

মানবসম্পদ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

দেশে বর্তমানে ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবারের মাধ্যমে ১০,৩০০ জন এতিম শিশুর ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০১১-১২ অর্থ বছরে বেসরকারি পর্যায়ে পরিচালিত নিবন্ধিত এতিমখানায় প্রতিপালিত শিশুদের মধ্যে মাসিক মাথাপিছু ১০০০ টাকা হারে ৬৩০ মিলিয়ন টাকা ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট হিসেবে বিতরণ করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে ৫২,৪০০ জন এতিম শিশু উপকৃত হচ্ছে ।

যুব ও ক্রীড়া

যুব উন্নয়ন

বাংলা‡`‡ki †gvU RbmsL¨vi GK-ZZxqvsk hemgvR| এ বিশাল যুবসম্প্রদায়কে cwk¶‡Yi gva¨‡g দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত Kivi Rb¨ he Dbqb Awa`ßi wewfb KgmwP ev¯evqb Ki‡Q| G †c¶vc‡U, he Dbqb Awa`ßi 1981 mvj ‡_‡K wewfb mgvß cKímn Pjgvb cKí¸‡jvi AvIZvq wewfb †U‡W wW‡m¤i, 2011 chš 36 j¶ 88 nvRvi 314 Rb heK I hegwnjv‡K `¶তাবw×gjK cwk¶Y w`‡q‡Q| D³ cwkw¶Z heK I hegwnjv‡`i ga¨ ‡_‡K wW‡m¤i 2011 chš 19 j¶ 52 nvRvi 607 Rb heK I hegwnjv AvZ¥Kgms¯v‡bi gva¨‡g ¯vej¤x n‡q‡Q| 2011-12 অর্থবছরে cwk¶‡Yi j¶ÿgvÎv 2,19,450 Rb Ges wW‡m¤i 2011 chš 41624 Rb‡K cwk¶Y c`vb Kiv n‡q‡Q|

†`‡ki wkw¶Z †eKvi heK‡`i Kgms¯vb mwói j‡¶¨ miKvi he Dbqb Awa`ß‡ii gva¨‡g Òb¨vkbvj mwfm KgmwPÓ ev¯evqb Ki‡Q| এ KgmwPi Ab‡gvw`Z bxwZgvjv Abmv‡i gva¨wgK I তদূর্ধ্ব chv‡qi wk¶vMZ †hvM¨Zvm¤úb heK/hegwnjv‡`i RwZMVbgjK KgKv‡Û m¤ú³Ki‡Yi gva¨‡g A¯vqx Kgms¯vb mwói j‡¶¨ cv_wgK chv‡q KwoMvg, ei¸bv I †MvcvjMÄ ‡Rjv‡K KgmwPi cvBjU GjvKv wn‡m‡e wbaviY Kiv n‡q‡Q| 2011-12 A_ eQ‡i G eve` 205 †KwU UvKv ev‡RU eivÏ ivLv n‡q‡Q| পর্যায়ক্রমে এ কর্মসূচি দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় সম্প্রসারণ করা হবে।

he Dbqb Awa`ßi Z_¨ chw³i Dbqb I cmv‡i KvR Ki‡Q| †`‡ki 64wU †Rjvq 70wU †K‡›`i gva¨‡g wkw¶Z †eKvi heK‡`i B›Uvi‡bU I †bUIqvwKsmn Kw¤úDUvi †ewmK †Kvm I MwdK wWRvBb I wfwWI m¤úv`bv †Kv‡m cwk¶Y c`vb Kiv n‡"Q| G chš †gvU 1,09,651 Rb‡K cwk¶Y c`vb Kiv n‡q‡Q| GQvov åvg¨gvq AvBwmwU f¨v‡bi gva¨‡g 432 Rb‡K

B›Uvi‡bU I ‡bUIqvwKsmn Kw¤úDUvi cwk¶Y c`vb Kiv n‡q‡Q| KvewfwËK he KgmwP mviv †`‡k m¤cmviY I †Rvi`vi Kivi gva¨‡g he Dbqb Awa`ßi I †emiKvfì †¯"Qv‡mex he msMV‡bi g‡a¨ KgmwPwfwËK †bUIqvwKs †Rvi`viKi‡Yi j‡¶¨ GKwU cKí ev¯evqb Kiv n‡"Q| G cK‡íi gva¨‡g he Kvhµg welqK Z_¨ mn‡R cwßi welqwU wbwðZ Kivi j‡¶¨ mKj cwk¶Z I AvZ¥Kgx he, he Dbqb Awa`ß‡ii mKj KgKZv I KgPvix Ges he FY KgmwPi WvUv †eBR ˆZix Kivi j‡¶¨ mdUIqvi ˆZix Kiv n‡q‡Q| G j‡¶¨ he Dbqb Awa`ß‡ii cavb Kvhvj‡qi mv‡_ mKj †Rjv I Dc‡Rjvq B›Uvi‡bU ms‡hvM ¯vcb Kiv n‡q‡Q| RvZxq I AvšRwZK chv‡q m‡¤§jb, mgv‡ek, ‡mwgbvi, Kgwkwei, M‡elYv, cKvkbv I cwk¶‡Yi Rb¨ RvZxq chv‡q ÔRvZxq he †K›`Ô ¯vcb Kiv n‡q‡Q| RvZxq he ‡K›` gjZt GKwU gvbe m¤ú` Dbqb, Z_¨ I M‡elYv ‡K›` | G ‡K‡›`i gva¨‡g G chš †gvU 12,369 Rb‡K cwk¶Y ‡`qv n‡q‡Q| GKB D‡Ï‡k¨ e¸ovq AvÂwjK he †K›` ¯vc‡bi gva¨‡g G chš †gvU 5,570 Rb‡K cwk¶Y †`qv n‡q‡Q|
2010-11 A_ eQ‡i Abbqb LvZ n‡Z 36wU he msMVb‡K 3.00 j¶ UvKv cKíwfwËK Ab`vb c`vb Kiv n‡q‡Q|GQvov ¶`FY KgmwPi AvIZvq mwójM †_‡K wW‡m¤i 2011 chš 7 j¶ 66 nvRvi 377 DcKvi‡fvMx‡K NYvqgvb Znwejmn 1029.02 †KwU UvKv FY †`qv n‡q‡Q Ges 895.04†KwU UvKv Av`vq Kiv n‡q‡Q|

ক্রীড়া উন্নয়ন

RvZxq Rxe‡b k•Ljv, m¯v¯¨, †bZZ I PwiÎ MV‡b †Ljvdjvi Ae`vb Acwimxg| ‡h †Kvb †`‡ki RbMY we‡kl K‡i Zi"ণ mgv‡Ri kvixwiK, ^`wnK Ges gvbwmK DrKl kixi PPv I †Ljvajvi gva¨‡g ARb Kiv m¤e| আন্তর্জাতিক m¤úK Dbq‡bI †খলাধূলা hMhM a‡i GKwU ¸i"ZcY gva¨g wn‡m‡e fwgKv cvjb K‡i Avm‡Q| আন্তর্জাতিক µxov cwZ‡hwMZvq wewfb †`k n‡Z AvMZ †L‡jvqvo‡`i gva¨‡g cvi¯úwiK Kwó Ges ms¯wZi mv‡_ cwiwPwZ jv‡fi m‡hvM N‡U| G †c¶vc‡U ‡Ljvajvi Dbq‡b µxov AeKvVv‡gv I µxov mweav Acwinvh| G কারণেই mxwgZ m¤ú` m‡ËI miKvi †`‡ki †Ljvajvi mweavw` mwó, m¤úmviY I Dbq‡b A_ eivÏmn wewfb Dbqb cKí MnY I ev¯evqb Ki‡Q|

অর্থ বরাদ্দ

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ৪টি সংস্থার ১১টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ২০১১-১২ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট ১২০.৫৭ কোটি টাকা (প্রকল্প সাহায্য ২.১৮ কোটি টাকা এবং স্থানীয় সম্পদে ১১৭.৭৬ কোটি টাকা) বরাদ্দ রয়েছে। চলমান প্রকল্পসমূহের অনুকূলে মার্চ ২০১২ পর্যন্ত মোট ৮৩.৫৬ কোটি টাকা অবমুক্ত হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৩৯.৩২ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৩৩ শতাংশ।

সাংস্কৃতিক উন্নয়ন

wek ms¯wZi উন্নয়নের MwZavivi mv‡_ msMwZ †i‡L evsjv‡`‡ki mvs¯wZK Dbqb, msi¶Y, cmvi I m¤cmviY Kivi j‡¶¨ ms¯wZ welqK gšYvjq Gi Aaxb¯ 17wU `ßi/ms¯v KZK wewfb Kvhµg cwiPvjbv Kiv আসছে| এ লক্ষ্যে ev½wj ms¯wZi Amv¤c`wqK I MYZwšK HwZn¨ msi¶Y Ges evsjv fvlv I mwnZ¨, m½xZ, wkíKjv, bvUK, Pjw"PÎ Ges mRbkxj cKvkbvmn mKgvi wk‡íi mKj kvLvi DrKl mva‡b c‡qvRbxq cô‡cvlKZv c`vb Kiv হচ্ছে|

evsjv‡`k wkíKjv GKv‡Wgx, Pvi"Kjv, bvU¨Kjv, msMxZ BZ¨w`i gva¨‡g RvZxq mvs¯wZK Dbqb, msi¶Y, cmvi I Drmvn c`v‡bi KvR Ki‡Q| evsjv GKv‡Wgx, MYMšvMvi Awa`ßi, RvZxq Mš‡K›` wk¶v, M‡elYv,c¯K, Rvbvj cKvkmn mKj †kYxi cvV‡Ki cvVvf¨vm M‡o Zj‡Z mvnvh¨ Ki‡Q| evsjv‡`k RvZxq Rv`Ni ms¯wZ msi¶Y I c`kb Ki‡Q| আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর শিক্ষা, গবেষণা কাজে পুস্তক, জার্নাল নথিপত্র msi¶Y ও প্রকাশ করছে । KwcivBU Awdm †`Kীয় Ges AvšRwZK chv‡q mRbkxল e¨w³e‡Mi ‡gavস্বত্ত্ব msi¶Ymn mswkó wel‡q cvB‡iwm †iva Ki‡Q| cZZË Awa`ßi †`‡ki civKxwZ msi¶Y I c`k‡bi e¨e¯v Ki‡Q| evsjv‡`k †jvK I Kvi"wkí dvD‡Ûkb †jvKR I Kvi"wkí Dbq‡bi Rb¨ নানাবিধ KgmwP ev¯evqb Ki‡Q| ৭টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীর ঐতিহ্য বিকাশ ও সংরক্ষণের কাজ চলছে। এছাড়া জেলা পাবলিক লাইব্রেরীর উন্নয়ন, জাতীয় চিত্রশালা নির্মাণ, হাছনরাজা একাডেমি নির্মাণ, পল্লীকবি জসিম উদ্দিন সংগ্রহশালা নির্মাণ, লালবাগ কেল্লা সাউন্ড এন্ড লাইট শো ও অন্যান্য সংস্থার কাজসহ বাংলা একাডেমী ভবন নির্মানের কাজ শেষ পর্যায় রয়েছে। evsjv‡`k RvZxq

MšvMvi AvaywbKxKiY kxlK cK‡íi AvlZvq 9.31 †KwU UvKv e¨‡q RvZxq MšvMv‡i wWwRUvj Z_¨ msi¶YvMvi ˆZwi, AbjvBb Z_¨ Av`vb-c`vb, ¯qsweµq wbivcËv e¨e¯v, B‡jKUwbK c×wZ‡Z M‡elK I wk¶v_x‡`i wk¶v c×wZ Pvj Kivi e¨e¯v MnY Kiv n‡q‡Q| AcPwjZ gj¨evb bw_mg‡ni msMn I ˆeÁvwbK Dcv‡q msi¶Y kxlK cK‡íi AvlZvq cwPk eQ‡ii Ubvg `wjj-`¯v‡eR I bw_ msMn Kiv, RvZxq AvKvB‡f gj¨evb bw_mgn ˆeÁvwbK Dcv‡q `xN Rxeb `vb Ges wWwRUvB‡Rk‡bi gva¨‡g K¨vUvjM B›Uvi‡b‡U cPvi Kivi c‡qvRbxq D‡`¨vM গ্রহণ করা n‡q‡Q|

অর্থ বরাদ্দ

mvs¯wZK KgKvÛ m¤úmwiZ Kivi j‡¶¨ ms¯wZ welqK gšYvj‡qi AbK‡j 2011-12 A_eQ‡ii সংশোধিত ewlK Dbqb KgmwP‡Z 14wU Ab‡gw`Z Dbqb cK‡íi Rb¨ †gvU 89.38 †KwU UvKv eivÏ ivLv n‡q‡Q। মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩৮.৮২ †KwU টাকা যা মোট বরাদ্দের ৪৩ শতাংশ। এছাড়া, ‡`kR ms¯wZi weKv‡ki j‡¶¨ 2011-12 A_ eQ‡i 22wU KgmwPi AbK‡j ivR¯ ev‡RU n‡Z ‡gvU 26.8 †KwU UvKv eivÏ c`vb Kiv n‡q‡Q|

শ্রম ও কর্মসংস্থান

উচ্চতম প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম একটি দ্রুত বিকাশশীল অর্থনীতির ভিত্তি রচনার লক্ষ্যে প্রয়োজন শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও সুষ্ঠু শিল্পসম্পর্ক বজায় রেখে উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, দেশের অদক্ষ জনগোষ্ঠীকে আধাদক্ষ ও দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, দেশের শ্রম সেক্টরে সুষ্ঠু শ্রম ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা এবং শিল্প ও কারখানাসমূহে উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার জন্য সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা, বিভিন্ন শিল্প এলাকায় শ্রম-কল্যাণমূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা, শ্রম সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ বাস্তবায়ন, শ্রম আদালতের মাধ্যমে শ্রম ক্ষেত্রে সুবিচার নিশ্চিত করা এবং শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এ লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। এছাড়া, শ্রমজীবি মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, যুব সমাজে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জাতীয় শ্রমনীতি পূনঃমূল্যায়ন ও সংশোধন, ন্যূনতম মজুরী পুনঃনির্ধারণ, শিশু শ্রম নিরসন বিষয়েও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য দেশের বিপুল সংখ্যক বেকার জনগোষ্ঠীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে দেশের ২৬টি জেলায় ৩২৫.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪টি প্রকল্পের মাধ্যমে ২৬টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (মহিলাদের জন্য ৬টি সহ)স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল কেন্দ্রে ১৯টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে এবং প্রতি বছর প্রায় ২০ হাজার প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের উপযোগী করে গড়ে তোলা হচ্ছে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে দেশে মানব সম্পদের দক্ষতার উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১' প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ নীতি বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন কৌশলের ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা দেয়ার পাশাপাশি দক্ষতা উন্নয়নের সকল উপাদান ও সংশ্লিষ্ট সকল অংশীদারের আরো উন্নত সমন্বয় নিশ্চিত করবে।

অর্থ বরাদ্দ

2011-12 A_ eQ‡ii ewlK Dbqb কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত gšYvj‡qi 6wU cK‡íi AbK‡j me‡gvU 22.12 কোটি (cKí সাহায্য: 12.12 কোটি UvKv Ges স্থানীয় সম্পদে: 10.00 কোটি) UvKv eivÏ i‡q‡Q| মার্চ, 2012 পর্যন্ত মোট e¨q n‡q‡Q 7.34 কোটি (cKí সাহায্য: 6.92 কোটি UvKv Ges স্থানীয় সম্পদে: 0.42 কোটি UvKv) UvKv যা মোট বরাদ্দের প্রায় ৩৩ শতাংশ |